টাইরের বিস্মৃত সত্তর বছর

Jeff Pippenger
2023-08-12

টাইরের বিস্মৃত সত্তর বছর

সব নবী বিশ্বের শেষকে চিহ্নিত করেন।

> প্রাচীন নবীদের প্রত্যেকে তাঁদের নিজ সময়ের তুলনায় আমাদের সময়ের জন্যই বেশি কথা বলেছেন; তাই তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের জন্য প্রযোজ্য। 'এ সকল বিষয় তাদের উপর উদাহরণ স্বরূপ ঘটিয়েছিল; এবং এগুলি আমাদের সতর্কতার জন্য লিখিত হয়েছে, যাদের উপর যুগসমূহের পরিসমাপ্তি এসে পৌঁছেছে।' ১ করিন্থীয় ১০:১১। 'তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, বরং আমাদের জন্যই ঐ বিষয়গুলির সেবা করেছিলেন—যেগুলি এখন তোমাদের কাছে জানানো হয়েছে তাদের দ্বারা, যারা স্বর্গ থেকে প্রেরিত পবিত্র আত্মার সঙ্গে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছে; যেসব বিষয়ের মধ্যে স্বর্গদূতগণও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে আকাঙ্ক্ষা করে।' ১ পিতর ১:১২। . . .
>
> "বাইবেল তার ধনরত্নসমূহ এই শেষ প্রজন্মের জন্য সঞ্চিত করে একত্রে বেঁধে রেখেছে। পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের সকল মহান ঘটনা ও গুরুগম্ভীর কার্যাবলি এই শেষ দিনগুলোতে কলসিয়ার মধ্যে নিজেদের পুনরাবৃত্তি করছে এবং করছে।" নির্বাচিত বার্তাসমূহ, খণ্ড ৩, ৩৩৮, ৩৩৯।

বাইবেলের সব গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটে প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে।

> "প্রকাশিত বাক্যে বাইবেলের সব বই মিলিত হয়ে সমাপ্ত হয়।" প্রেরিতদের কার্যাবলী, ৫৮৫।

পৃথিবী গ্রহের অধিবাসীদের জন্য চূড়ান্ত সতর্কবার্তাটি প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> এই সব ঘটনার পরে আমি দেখলাম, মহান ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকজন স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নেমে এলেন; তাঁর মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি প্রবল স্বরে চিৎকার করে বললেন, 'মহান বাবিল পড়ে গেছে, পড়ে গেছে; এবং তা দুষ্ট আত্মাদের আবাসস্থল হয়েছে, প্রত্যেক অপবিত্র আত্মার আশ্রয়স্থল, এবং প্রত্যেক অপবিত্র ও ঘৃণ্য পাখির খাঁচা হয়েছে। কারণ সব জাতি তার ব্যভিচারের ক্রোধের মদ পান করেছে, পৃথিবীর রাজারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, এবং পৃথিবীর বণিকেরা তার বিলাসিতার প্রাচুর্যের দ্বারা ধনী হয়ে উঠেছে।' প্রকাশিত বাক্য ১৮:১-৩।

"Babylon the great" বাক্যাংশটি রোমান ক্যাথলিক চার্চকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং ইশাইয়ার তেইশতম অধ্যায়ে "Babylon the great" কে Tyre হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

> টাইরের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী। হে তার্শীশের জাহাজগণ, ক্রন্দন কর; কারণ তা উজাড় হয়ে গেছে—ঘরবাড়ি নেই, প্রবেশও নেই; কিত্তিমিদেশ থেকে সেই সংবাদ তাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। নীরব হও, হে দ্বীপবাসীরা—তোমাদেরকে যাদের পরিপূর্ণ করেছিল সাগরপথে যাতায়াতকারী সিদোনের ব্যবসায়ীরা। আর বহু জলের দ্বারা শিহোরের বীজ, নদীর ফসল, তার আয়; এবং সে জাতিদের বাণিজ্যকেন্দ্র। লজ্জিত হও, হে সিদোন; কারণ সমুদ্রই কথা বলছে—সমুদ্রের শক্তিই বলছে: আমি প্রসব-কষ্ট পাই না, সন্তান জন্ম

দিই না, যুবকদের লালন করি না, কুমারীদের প্রতিপালন করি না। মিসর সম্বন্ধে সংবাদে যেমন তারা ব্যথিত হয়েছিল, তেমনি টাইর সম্বন্ধে সংবাদে তারা কঠোরভাবে ব্যথিত হবে। তারশীশে পাড়ি দাও; ক্রন্দন কর, হে দ্বীপবাসীরা। এ কি তোমাদের সেই আনন্দময় নগরী, যার প্রাচীনত্ব আদিকাল থেকে? তার নিজের পায়েই সে পরবাসে দূরে চলে যাবে। টাইরের বিরুদ্ধে—সে মুকুটধারী নগরীর বিরুদ্ধে—এ পরামর্শ কে নিয়েছে, যার বণিকেরা রাজপুত্র, যার ক্রয়-বিক্রেতারা পৃথিবীর সম্মানিতজন? সেনাবাহিনীর প্রভুই তা স্থির করেছেন—সমস্ত জাঁকজমকের অহংকার কলুষিত করতে এবং পৃথিবীর সমস্ত সম্মানিতজনকে অবমাননায় নামাতে। তোমার দেশে নদীর মতো প্রবাহিত হও, হে তারশীশের কন্যা; আর শক্তি অবশিষ্ট নেই। তিনি সমুদ্রের উপর তাঁর হাত প্রসারিত করেছেন, তিনি রাজ্যসমূহ কাঁপিয়েছেন; প্রভু বণিকনগরীর বিরুদ্ধে আজ্ঞা দিয়েছেন, তার দুর্গসমূহ ধ্বংস করতে। আর তিনি বলেছেন, হে পদদলিত কুমারী, সিদোনের কন্যা, তুমি আর আনন্দ করবে না; উঠে দাঁড়াও, কিত্তিমে পাড়ি দাও—সেখানেও তুমি বিশ্রাম পাবে না। কালদীয়দের দেশটি দেখ; এই জাতি ছিলই না, যতক্ষণ না অশূর মরুভূমিবাসীদের জন্য তাকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা তার মিনারগুলি স্থাপন করল, তার প্রাসাদসমূহ উঠাল; আর তিনি তাকে ধ্বংসে পরিণত করলেন। হে তারশীশের জাহাজগণ, ক্রন্দন কর; কারণ তোমাদের শক্তি উজাড় হয়ে গেছে। আর সেই দিনে এমন হবে যে, টাইর সত্তর বছর পর্যন্ত বিস্মৃত থাকবে—এক রাজ্যের দিনগুলির মতো; সত্তর বছরের শেষে টাইর এক বেশ্যার মতো গান গাইবে। বীণা হাতে নাও, নগর জুড়ে ঘুরে বেড়াও, হে বিস্মৃত বেশ্যা; মধুর সুর তোলো, বহু গান গাও, যাতে তোমার কথা স্মরণ হয়। আর সত্তর বছরের শেষে এমন হবে যে, প্রভু টাইরকে দর্শন করবেন; এবং সে তার উপার্জনের দিকে ফিরিবে, পৃথিবীর মুখের সকল রাজ্যসমূহের সঙ্গে ব্যভিচার করবে। আর তার বাণিজ্য ও তার মজুরি প্রভুর জন্য পবিত্র হবে; তা আর সঞ্চিত বা জমা করা হবে না; কারণ তার বাণিজ্য প্রভুর সামনে বসবাসকারীদের জন্য হবে—যাতে তারা পর্যাপ্ত আহার পায় এবং টেকসই বস্ত্র থাকে। যিশাইয় ২৩:১-১৮।

সিস্টার হোয়াইট লিখেছেন: “পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের সকল মহান ঘটনা ও গম্ভীর কার্যাবলি এই শেষ দিনগুলোতে গির্জার মধ্যে পুনরাবৃত্তি হয়ে এসেছে এবং হচ্ছে।”

যিশাইয়ার তেইশতম অধ্যায় জাতিসংঘ, পোপতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সম্পর্কসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। এই সত্যগুলো বোঝার জন্য অধ্যায়ের কিছু প্রতীককে ঐশী প্রেরণায় সংজ্ঞায়িত করা আবশ্যক। প্রতীকগুলো একবার সংজ্ঞায়িত হয়ে গেলে, ঘটনাক্রমটি যথেষ্ট সরল হয়ে যায়। অধ্যায়ে যে প্রতীকগুলো সংজ্ঞায়িত করা দরকার, সেগুলো হলো:

ভার, টাইর, পতিতা, আসিরীয়, কালদীয়দের দেশ, বুরুজ ও প্রাসাদ, তারশীশ, সিহোরের বীজ, কিত্তীমের দেশ, সিদোন, বণিকদের নগর, মিশরের সংবাদ এবং টাইরের সংবাদ, হাহাকার, এক কন্যা, সত্তর বছর, এক রাজার দিনগুলি, বিস্মৃতি, এবং স্মরণ

প্রথম পদে "burden" শব্দটি টাইরের রাজ্যের বিরুদ্ধে সর্বনাশের একটি ভবিষ্যদ্বাণীকে চিহ্নিত করে।

বোঝা: H4853—H5375 থেকে; একটি বোঝা; বিশেষত খাজনা, অথবা (ধারণাগতভাবে) বহনকাজ; রূপকভাবে একটি উচ্চারণ, প্রধানত শাস্তির ঘোষণা, বিশেষ করে গান; মানসিক, আকাঙ্ক্ষা: - বোঝা, বয়ে নিয়ে যাওয়া, ভাববাণী, X তারা স্থাপন করে, গান, খাজনা.

টাইরের 'ভার' হল বাইবেলের বহু অংশের একটি, যেখানে রোমান ক্যাথলিক চার্চের ওপর চূড়ান্ত বিচারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'ভার' শব্দটি ব্যবহার ও সংজ্ঞা উভয় দিক থেকেই এক ধরনের ভাববাণী, এবং মূলত ধ্বংসের ভাববাণী। ইশাইয়ার গ্রন্থে এগারোটি 'ভার' আছে এবং আটবার এই শব্দটি কাঁধে বহন করা বোঝা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যে এগারো স্থানে 'ভার' শব্দটি ধ্বংসের ভাববাণী হিসেবে এসেছে সেগুলো হল: ইশাইয়া ১৩:১; ১৫:১; ১৭:১; ১৯:১; ২১:১, ১১, ১৩; ২২:১; ৩০:৬; এবং অবশ্যই তেইশতম অধ্যায়, যেখানে আমরা টাইরের 'ভার' পাই। শেষ সময়ে কোন শক্তির প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে তা মূল্যায়নের জন্য ইশাইয়ার সব ধ্বংসের ভাববাণীগুলোকে একত্রে রাখা সার্থক। এগারোটি ধ্বংসের ভাববাণী একসাথে আলোচনা করা কঠিন, তাই তেইশতম অধ্যায়ের প্রেক্ষাপট স্থাপনের জন্য আমি প্রতিটির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেব।

তেরোতম অধ্যায়ে বাবিলনের বিরুদ্ধে যে সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তা বিশ্বশেষের আধুনিক বাবিলন; আর সেটিই রোমের বেশ্যা, যা প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের সতেরোতম অধ্যায়েও বর্ণিত হয়েছে।

> আর যাদের হাতে সাতটি পাত্র ছিল সেই সাত স্বর্গদূতের একজন এসে আমার সঙ্গে কথা বলল, এবং বলল, ‘এদিকে আস; যে মহান বেশ্যা বহু জলের উপর বসে আছে, তার বিচার আমি তোমাকে দেখাব। যার সঙ্গে পৃথিবীর রাজারা ব্যভিচার করেছে, এবং পৃথিবীর অধিবাসীরা তার ব্যভিচারের দ্রাক্ষারসে মাতাল হয়েছে।’ তখন সে আত্মায় আমাকে এক মরুভূমিতে নিয়ে গেল; এবং আমি দেখিলাম, এক নারী রক্তবর্ণ এক জন্তুর উপর বসে আছে—যে জন্তুটি ধর্মনিন্দার নামসমূহে পূর্ণ ছিল, এবং যার সাতটি মস্তক ও দশটি শিং ছিল। আর সেই নারী বেগুনি ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে সজ্জিত ছিল, এবং সোনা, রত্ন ও মুক্তা দিয়ে অলংকৃত ছিল; তার হাতে ছিল একটি সোনার পাত্র, যা তার ব্যভিচারের ঘৃণ্যতা ও অশুচিতায় পরিপূর্ণ ছিল। আর তার কপালে একটি নাম লেখা ছিল: রহস্য, মহান বাবিলন, পৃথিবীর বেশ্যাদের এবং ঘৃণ্যতার জননী। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১-৫।

আমাকে একটু প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে। টাইর সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসকে সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনা। আমরা দেখাব যে প্রকাশিত বাক্য তেরো অধ্যায়ের মেষশাবকের-সদৃশ পশুর একটি শিং হলো যুক্তরাষ্ট্রের সরকার, এবং অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে আসা প্রোটেস্ট্যান্টধর্ম ছিল অন্য শিংটি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেস্ট্যান্টরা যখন প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করল, তখন প্রোটেস্ট্যান্টধর্মের সেই শিংটি মিলারাইট অ্যাডভেন্টবাদে রূপ নিল। সেটি স্থাপন করতে পারলে আমরা দেখাব যে প্রোটেস্ট্যান্ট শিংটির ইতিহাস এবং প্রজাতান্ত্রিক শিংটির ইতিহাস পরস্পরের সমান্তরালে চলে এবং সমান্তরাল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত, তারা তো একই পশুর উপর অবস্থিত, যা দেখায় যে উভয় শিংই পরস্পরের সমসাময়িক। আমি যুক্তরাষ্ট্রে গির্জা ও রাষ্ট্রের শিংগুলোর এই সমান্তরালের একটি উদাহরণ উপস্থাপন করব। তারা উভয়েই নিজ নিজ উপায়ে ‘ভুলে যায়’।

যিশাইয় অধ্যায় তেইশ ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে নির্দেশ করে যে পোপীয় ক্ষমতা সত্তর বছরের জন্য বিস্মৃত থাকে, এবং সেই প্রতীকী সত্তর বছরে মানুষ পোপতন্ত্রকে এবং কেন অন্ধকার যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয় তা ভুলে যায়। প্রোটেস্ট্যান্ট শিঙের মূলমন্ত্র, যখন তারা ক্যাথলিক গির্জা থেকে পৃথক হয়েছিল, ছিল “বাইবেল এবং শুধুমাত্র বাইবেল।” তারা ভুলে গেল যে বাইবেলই আমাদের জানায় পোপতন্ত্র আসলে কী। যে পবিত্র দলিলের দায়িত্ব

তাদের ওপর ন্যস্ত ছিল এবং যার অগ্রণী রক্ষক হওয়ার দাবিও তারা করত, তাতে নিহিত বার্তাটিও তারা ভুলে গেল।

> যারা বাক্য বোঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, যারা খ্রিস্টবিরোধী বলতে কী বোঝায় তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়, তারা নিশ্চিতভাবেই নিজেদের খ্রিস্টবিরোধীর পক্ষেই অবস্থান করবে। এখন আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কোনো সময় নেই। দানিয়েল তাঁর নির্ধারিত অংশে এবং নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। দানিয়েল ও যোহনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বুঝতে হবে। তারা একে অপরকে ব্যাখ্যা করে। তারা পৃথিবীকে এমন সত্য দেয় যা প্রত্যেকেরই বোঝা উচিত। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পৃথিবীতে সাক্ষ্যস্বরূপ থাকবে। এই অন্তিম দিনে তাদের পরিপূরণ ঘটার দ্বারা, সেগুলো নিজেরাই নিজেদের ব্যাখ্যা করবে। ক্রেস সংগ্রহ, ১০৫।

তদ্রূপ, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী প্রজাতান্ত্রিক শিংটি হওয়ার কথা ছিল জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরাও সেই পবিত্র নথিটি ভুলে গেছে, যা তাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। সেই পবিত্র নথিটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, এবং জনগণের জন্য রচিত সেই সরকারের মূলমন্ত্র ছিল ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ। যে সংবিধান তাদের ওপর ন্যস্ত ছিল এবং যার তারা স্বঘোষিত রক্ষক, সেই সংবিধানের বার্তাও তারা ভুলে গেছে।

> এ কথা স্মরণে থাকুক, রোমের গর্ব এই যে সে কখনো বদলায় না। গ্রেগরি সপ্তম ও ইনোসেন্ট তৃতীয়ের নীতিগুলো এখনও রোমান ক্যাথলিক গির্জারই নীতি। এবং ক্ষমতা মাত্র পেলে, অতীত শতাব্দীগুলোর মতোই একই তেজে আজও সে সেগুলো কার্যকর করত। প্রোটেস্ট্যান্টরা খুব কমই বোঝে তারা কী করছে, যখন তারা রবিবারের মর্যাদা উঁচুতে তোলার কাজে রোমের সহায়তা গ্রহণের প্রস্তাব করে। তারা যখন তাদের উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর, রোম তখন নিজের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও হারানো প্রাধান্য ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যেই তৎপর। যদি একবার যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় যে গির্জা রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; যে ধর্মীয় পালন ধর্মনিরপেক্ষ আইন দ্বারা বলবৎ করা যেতে পারে; সংক্ষেপে, গির্জা ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিবেকের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে—তাহলে এই দেশে রোমের বিজয় নিশ্চিত।
>
> "ঈশ্বরের বাক্য আসন্ন বিপদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে; এই সতর্কতা যদি উপেক্ষিত হয়, তবে প্রোটেস্ট্যান্ট জগৎ রোমের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা জানতে পারবে, কিন্তু তা জানবে শুধু তখনই, যখন ফাঁদ থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য খুব দেরি হয়ে যাবে। সে নীরবে ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। তার মতবাদ আইন প্রণয়নকারী সভাগৃহে, গির্জাগুলিতে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করছে। সে তার সুউচ্চ ও বিশাল কাঠামো গড়ে তুলছে, যার গোপন অন্তঃস্থলে তার পূর্বতন নির্যাতনগুলো পুনরাবৃত্ত হবে। গোপনে ও অগোচরে সে তার নিজস্ব লক্ষ্য সাধনের জন্য, আঘাত হানার সময় এলে, তার শক্তিকে মজবুত করছে। তার কাম্য কেবল একটি সুবিধাজনক অবস্থান, আর সেটি ইতিমধ্যেই তাকে দেওয়া হচ্ছে। রোমীয় পক্ষের উদ্দেশ্য কী, আমরা শিগগিরই তা দেখব এবং অনুভব করব। যে কেউ ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করবে এবং তা মান্য করবে, ফলত সে নিন্দা ও নির্যাতনের সম্মুখীন হবে।" The Great Controversy, 581.

আপনি যদি ১৯৫০ সালের আগে প্রকাশিত কোনো অভিধান খুঁজে পান এবং প্রকাশিত বাক্য সতেরোর 'রক্তিম বর্ণের নারী' বা ওই বাক্যের কোনো বৈকল্পিক খুঁজে দেখেন, তবে ঐসব

১৯৫০-পূর্ব অভিধানের প্রত্যেকটিই রোমান ক্যাথলিক চার্চকে প্রকাশিত বাক্য সতেরোর 'বেশ্যা' হিসেবে চিহ্নিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—প্রকাশিত বাক্য তেরোর দুই শিঙ-বিশিষ্ট পৃথিবীর জন্তু—তার অতীত ভুলে যায়, তা প্রোটেস্ট্যান্টবাদের শিঙ হোক বা প্রজাতন্ত্রবাদের শিঙই হোক। এই দুই প্রতিষ্ঠানই জন্ম নিয়েছে পোপতন্ত্রের ধর্মীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং তাকে সমর্থনকারী রাজাদের রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকে; বা বাইবেলের ভাষায়, সেই রাজারা যারা তার সঙ্গে 'ব্যভিচার করেছে'। ইশাইয়া তেইশ অধ্যায়ে যাওয়ার আগে, ইশাইয়া যেখানে আরও দশবার 'বিধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী' চিহ্নিত করেছেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দেবে; কারণ এই এগারোটি 'বোঝা'ই ঠিক তাই।

ইশাইয়ার তেরো অধ্যায়টি 'শেষ দিনগুলোতে' বাবিল সম্বন্ধে বাণী। শেষ দিনগুলোতে ক্যাথলিক চার্চ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হলেও, বাবিল তিনটি শক্তি নিয়ে গঠিত, যা প্রকাশিত বাক্যের ষোলো অধ্যায়ে পৃথিবীকে আর্মাগেডনের দিকে নিয়ে যায়। তেরো অধ্যায়ে আধুনিক বাবিলের বিরুদ্ধে সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনটি শক্তি উপস্থাপিত হয়েছে; বাবিল, লুসিফার ও অশূর, যারা যথাক্রমে পশু (অশূর), ড্রাগন (লুসিফার) এবং মিথ্যা ভাববাদী (বাবিল)কে প্রতিনিধিত্ব করে। অশূর ও বাবিলই সেই দুই উজাড়কারী শক্তি, যেগুলো প্রাচীন ইস্রায়েলকে শাস্তি দিতে ঈশ্বর ব্যবহার করেছিলেন; প্রথমে অশূর এসে উত্তরাঞ্চলের দশটি গোত্রকে বন্দিদশায় নিয়ে যায়, এবং পরে বাবিল যিহূদা রাজ্যের দুইটি গোত্রকে নিয়ে যায়।

> ইস্রায়েল একটি বিক্ষিপ্ত ভেড়া; সিংহেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে: প্রথমে আশূরের রাজা তাকে গ্রাস করেছে; আর শেষে বাবিলের রাজা নেবূখদনেজর তার অস্থিগুলো ভেঙে দিয়েছে। অতএব সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এইরূপ বলেন: দেখ, আমি বাবিলের রাজা ও তার দেশকে শাস্তি দিব, যেমন আমি আশূরের রাজাকে শাস্তি দিয়েছি। যিরমিয় ৫০:১৭, ১৮।

প্রথমে অসিরিয়া ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলের দশটি গোত্রকে বন্দীদশায় নিয়ে যায় এবং পরে বাবিলন যিহূদার দুইটি গোত্রকে বন্দীদশায় নিয়ে যায়। এই দুই বন্দীদশাই লেবীয় পুস্তক ২৬-এর "সাত সময়"-এর পরিপূর্তি ছিল। লেবীয় পুস্তকের "সাত সময়"ই ছিল উইলিয়াম মিলারের আবিষ্কৃত প্রথম "সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী", এবং এটি নির্দেশ করে যে অসিরিয়া যখন উত্তরাঞ্চলের গোত্রসমূহকে বন্দী করল, তখন এমন এক বিচ্ছুরণের সূচনা ঘটল যা দুই হাজার পাঁচশ বেশি বছর ধরে চলেছিল। সেই সময়কাল শুরু হয় ৭২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তাদের বন্দীদশা থেকে এবং ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে "শেষ সময়"-এ সমাপ্ত হয়। দক্ষিণের গোত্রসমূহকে ৬৭৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বাবিলন বন্দী করে; তাতে যিহূদার বিরুদ্ধে "সাত সময়" শুরু হয়, যা দানিয়েল ৮:১৪-এ উল্লিখিত ২,৩০০ বছরের ভবিষ্যদ্বাণীর সমাপ্তির একই বিন্দুতেই, অর্থাৎ ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে, শেষ হয়। অসিরিয়া ও বাবিলন ঈশ্বরের জনগণের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে একই উদ্দেশ্যে শাস্তি কার্যকর করেছিল, তবে শাস্তিটি প্রথমে অসিরিয়া এবং পরে বাবিলন কার্যকর করেছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিন শক্তির ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে বাবিলন অসিরিয়ার প্রতিরূপ, কারণ সে পরে এসেছিল, কিন্তু ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে একই কাজ করেছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে মোয়াবের বিরুদ্ধে যে বাণী আছে, তা প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলির বিরুদ্ধে।

> মোয়াবের এই বর্ণনা সেই সব গির্জাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যারা মোয়াবের মতো হয়ে গেছে। তারা বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় নিজেদের কর্তব্যের প্রহরাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকেনি। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে তাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে, অন্ধকারের শক্তিগুলোকে প্রতিহত করে, এবং আমাদের জগতে সত্য ও ধার্মিকতাকে অগ্রসর করতে ঈশ্বর তাদের যে সব শক্তি দিয়েছেন সেগুলি ব্যবহার করে তারা স্বর্গীয় বুদ্ধিমান সত্তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। তারা সত্যের জ্ঞান রাখে, কিন্তু তারা যা জানে তা পালন করেনি। সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেল ভাষ্য, খণ্ড ৪, ১১৫৯।

যে প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জা পতিত হয়েছে, সেটিই সেই গির্জা, যা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তায় প্রোটেস্ট্যান্টবাদের বাকি অংশ পালিয়ে গেলে প্রভুর সঙ্গে চলা অব্যাহত রেখেছিল। মোয়াব হলো অ্যাডভেন্টবাদ, পতিত প্রোটেস্ট্যান্ট শিং।

সপ্তদশ অধ্যায়টি দামেস্ক সম্পর্কে, এবং সেখানে দামেস্ককে এমন একটি শহর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা কেড়ে নেওয়া হয়। একটি শহর একটি রাজ্যের প্রতীক, এবং 'শেষ দিনগুলোতে' যে রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, তা হলো যুক্তরাষ্ট্র।

উনবিংশ অধ্যায়টি মিশরের বিরুদ্ধে ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী, যেখানে মিশর জাতিসংঘ এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে।

একুশতম অধ্যায়ের পরবর্তী তিনটি বিনাশের ভাববাণী দক্ষিণের ভয়ঙ্কর মরুভূমির দেশে, দুমা ও আরবিয়ার বিরুদ্ধে। এই তিনটি বিনাশের ভাববাণী প্রকাশিত বাক্য ৮:১৩-এর তিনটি হায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইসলামকে চিহ্নিত করে।

বাইশতম অধ্যায়ের বিনাশের ভবিষ্যদ্বাণী রবিবারের আইনের সময় লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিস্টদের ফিলাডেলফীয় অ্যাডভেন্টিস্টদের থেকে বিচ্ছেদকে তুলে ধরে।

তারপর ত্রিশতম অধ্যায়ে আমরা দক্ষিণের জন্তুদের সম্পর্কে এক ভাববাণী পাই, যা লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিস্টদের বিদ্রোহের দ্বিতীয় উদাহরণ। ইশাইয়ার সব ভাববাণী একত্রে বিবেচনা করলে কার্যত “শেষ দিনগুলোতে” প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চরিত্রকে সম্বোধন করা হয়। বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ১৭৯৮ সাল থেকে সানডে ল' পর্যন্ত রাজত্ব করে—এটা প্রদর্শনের জন্য আমি ইশাইয়ার তেইশতম অধ্যায় নির্বাচন করছি।

কারণ "প্রত্যেক প্রাচীন নবী নিজেদের সময়ের চেয়ে আমাদের সময়ের জন্য কম নয়, বরং বেশি বলছেন, ফলে তাদের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের জন্য প্রযোজ্য," তাই প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উক্তি বিশ্বের শেষের ঘটনাবলির দিকেই নির্দেশ করে। এই সত্যটি এবং এই বাস্তবতা যে "বাইবেলের সব বই মিলিত হয় এবং পরিসমাপ্ত হয়" 'প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থে—এ দুটো মিলিয়ে, বিশ্বের শেষের ঘটনাবলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাক্ষ্যসমূহকে সমন্বিত করার জন্য 'প্রকাশিত বাক্য' গ্রন্থটিকে নির্দেশক মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

প্রকাশিত বাক্যের সপ্তদশ অধ্যায়ে আমরা দেখি সেই মহা ব্যভিচারিণীকে, যে পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে ব্যভিচার করে, এবং তার চূড়ান্ত বিচারও দেখি।

> আর যাদের হাতে সাতটি পাত্র ছিল সেই সাতজন স্বর্গদূতের মধ্যে একজন এসে আমার সঙ্গে কথা বললেন এবং বললেন, এদিকে এসো; বহু জলের উপর বসে থাকা সেই মহা বেশ্যার বিচার আমি তোমাকে দেখাব: যার সঙ্গে পৃথিবীর রাজারা ব্যভিচার করেছে, এবং

> তার ব্যভিচারের মদে পৃথিবীর অধিবাসীরা মত্ত হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১, ২।

নবীরা কখনো একে অপরের বিরোধিতা করেন না।

> আর ভাববাদীদের আত্মারা ভাববাদীদের অধীন থাকে। কারণ ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার জনক নন, বরং শান্তির; যেমন সন্তদের সকল মণ্ডলিতে আছে। ১ করিন্থীয় ১৪:৩২, ৩৩।

জগতের শেষকালে "বহু জলের উপর বসে থাকা মহা-বেশ্যার বিচার", সেই মহা-বেশ্যা যার সঙ্গে "পৃথিবীর রাজারা ব্যভিচার করেছে" এবং যে "তার ব্যভিচারের দ্রাক্ষারসে" "পৃথিবীর অধিবাসীদের" মাতাল করেছে, তাকে যিশায়া "বেশ্যা" হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যিনি "এক রাজার দিনকাল", অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্তর বছর, বিস্মৃত থাকবে। সত্তর বছর পূর্ণ হলে তীর "পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে ব্যভিচার করবে"। যিশায়ার বেশ্যাই যোহনের মহা-বেশ্যা। যিশায়ার বেশ্যা এবং যোহনের বেশ্যা রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ ঈশ্বরের বাক্যে নারী গির্জার প্রতীক।

> স্ত্রীরা, তোমরা প্রভুর ন্যায় নিজেদের স্বামীদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করো। কারণ স্বামী স্ত্রীর মস্তক, যেমন খ্রিষ্ট মণ্ডলীর মস্তক; এবং তিনিই দেহের ত্রাণকর্তা। অতএব যেমন মণ্ডলী খ্রিষ্টের অধীন, তেমনি স্ত্রীরাও সব বিষয়ে নিজেদের স্বামীদের অধীন থাকুক। স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীর প্রতি প্রেম করো, যেমন খ্রিষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করেছিলেন এবং তার জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন; যেন তিনি বাক্যের দ্বারা জলের ধৌতকরণে তাকে পবিত্র ও শুচি করেন, এবং যেন তিনি তাকে নিজের কাছে মহিমাময় মণ্ডলী হিসেবে উপস্থাপন করেন—যাতে কোনো দাগ, কুঞ্চন, বা এজাতীয় কিছু না থাকে; বরং যাতে তা পবিত্র ও কলঙ্কহীন হয়। এভাবেই মানুষের উচিত নিজের দেহের মতোই স্ত্রীকে প্রেম করা। যে তার স্ত্রীকে প্রেম করে, সে নিজেকেই প্রেম করে। কারণ কেউ কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না; বরং তা লালন-পালন করে এবং স্নেহ করে, যেমন প্রভু মণ্ডলীকে করেন। কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ; তাঁর মাংস ও তাঁর অস্থির অংশ। এই কারণেই মানুষ তার পিতা ও মাতাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত হবে, এবং তারা উভয়ে এক দেহ হবে। এটি এক মহান রহস্য; তবে আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলী সম্বন্ধেই বলছি। তথাপি তোমাদের প্রত্যেকে পৃথকভাবে নিজের স্ত্রীকে নিজের মতোই প্রেম করুক; এবং স্ত্রী যেন তার স্বামীকে সম্মান করে। এফেসীয় ৫:২২–৩৩।

প্রেরিত পৌল বলেন যে খ্রিস্টের কলিসিয়া ভবিষ্যদ্বাণীতে একজন নারীরূপে প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অতএব, ভবিষ্যদ্বাণীতে নারী মানে একটি কলিসিয়া; তবে খ্রিস্টের কলিসিয়া 'পবিত্র ও কলঙ্কহীন'। অপবিত্র কলিসিয়াকে অপবিত্র নারী হিসেবেই দেখানো হয়েছে; সেইজন্য ইশাইয়া একে ব্যভিচারিণী বলে চিহ্নিত করেন এবং যোহন বলেন বেশ্যা। তাঁরা পোপতন্ত্রকে একটি বেশ্যা হিসেবে উপস্থাপন করেন, আর ঈশ্বরের কলিসিয়া কুমারী।

> কারণ আমি ঈশ্বরীয় ঈর্ষা নিয়ে তোমাদের বিষয়ে ঈর্ষান্বিত; কারণ আমি তোমাদের একজন স্বামীর সঙ্গে বাগদান করেছি, যাতে তোমাদের খ্রিস্টের কাছে পবিত্র কুমারী হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি। ২ করিন্থীয় ১১:২

ঈশ্বরের গির্জাকে শুধু কুমারী হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাই নয়, তাকে কেবল একজন স্বামীর সঙ্গেই বাগ্দত্তা করা হয়েছে। টাইর এবং যোহনের মহা বেশ্যা পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে ব্যভিচার করে। ক্যাথলিক গির্জা একজন নয়, কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। দানিয়েল আমাদের জানান যে রাজারা রাজ্যসমূহ।

> এই হল সেই স্বপ্ন; এবং আমরা রাজার সামনে তার ব্যাখ্যা বলব। তুমি, হে রাজা, রাজাদের রাজা; কারণ স্বর্গের ঈশ্বর তোমাকে রাজ্য, ক্ষমতা, শক্তি ও গৌরব দিয়েছেন। আর আদমসন্তানরা যেখানে যেখানে বাস করে, প্রান্তরের জন্তু এবং আকাশের পাখিরা—সবই তিনি তোমার হাতে সমর্পণ করেছেন, এবং তাদের সকলের উপর তোমাকে অধিপতি করেছেন। তুমিই সেই সোনার মস্তক। আর তোমার পরে তোমার চেয়ে নিম্নতর আর এক রাজ্য উদয় হবে, এবং তৃতীয় আর এক পিতলের রাজ্য, যা সমগ্র পৃথিবীর উপর শাসন করবে। আর চতুর্থ রাজ্য লোহার মতো শক্তিশালী হবে; কারণ লোহা যেমন সবকিছুকে টুকরো টুকরো করে এবং বশীভূত করে, এবং লোহা যেমন এই সবকে ভেঙে দেয়, তেমনি তা টুকরো টুকরো করবে ও চূর্ণ করবে। দানিয়েল ২:৩৬–৪০।

দানিয়েলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত রাজ্যগুলো শনাক্ত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দানিয়েল যখন নেবূখদ্নেৎসরকে স্বপ্নটির ব্যাখ্যা করেন, তিনি জানান যে নেবূখদ্নেৎসরই সোনার মাথা। সোনার মাথা একজন রাজা, কিন্তু রাজা একটি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। রোমান ক্যাথলিক গির্জা হলো সেই মহা ব্যভিচারিণী, যে সত্তর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বছরের শেষে পৃথিবীর সকল রাজার সঙ্গে ব্যভিচার করে। রাজারা মানুষের প্রতীক, আর টাইর একটি অপবিত্র নারী। একজন নারী একটি গির্জা; একজন বেশ্যা একটি অপবিত্র গির্জা; একজন পুরুষ একজন রাজা এবং একজন রাজা একটি রাজ্য। একজন নারী একটি গির্জা এবং একজন রাজা একটি রাষ্ট্র। এই দুই সত্তার অবৈধ সম্পর্ক আত্মিক ব্যভিচারের প্রতীক।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান একটি দিব্য দলিল, যা এই দুটি সত্তাকে পৃথক রাখার প্রয়োজনীয়তাকে সংবিধিবদ্ধ করেছে। যদিও আমরা এখনো টাইরকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ হিসেবে চিহ্নিত করার কাজ শেষ করিনি, তবু এই পর্যায়ে ইশাইয়ার তেইশ অধ্যায়ে থাকা আরেকটি প্রতীক নিয়ে আলোচনা করা উপযুক্ত মনে হয়, যা পুরুষ ও নারী—চার্চ ও রাষ্ট্রের প্রতীকত্ব ব্যাখ্যা করে।

> দেখ, কালদীয়দের দেশ; এই জাতির অস্তিত্বই ছিল না, যতক্ষণ না অশূরীয় তা মরুভূমবিাসীদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল: তারা এর মিনারগুলো স্থাপন করেছিল, এর প্রাসাদগুলো উঁচু করেছিল; আর সে একে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল। যিশাইয় ২৩:১৩।

ঐ পদে, আসিরীয় কালদীয়দের দেশ প্রতিষ্ঠা করল এবং "মিনার" ও "প্রাসাদ"—উভয়ই স্থাপন করল। আসিরীয়টি নিম্রূদের প্রতীক, আর কালদীয়রা বাবিলনের রহস্যধর্মগুলোর ধর্মীয় নেতাদের প্রতিনিধিত্ব করে। একটি "মিনার" গির্জার প্রতীক। যখন যীশু দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দৃষ্টান্তটি উপস্থাপন করেন, সিস্টার হোয়াইট দৃষ্টান্তটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন:

> দৃষ্টান্তে গৃহস্বামী ঈশ্বরকে, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ইহুদি জাতিকে, আর বেড়া সেই ঈশ্বরীয় আইনকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যা ছিল তাদের রক্ষাকবচ। টাওয়ারটি ছিল মন্দিরের প্রতীক। Desire of Ages, 596.

একজন অশূরীয় কাল্দীয়দের দেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; তারা একটি গির্জা (টাওয়ার) এবং একটি "প্রাসাদ" স্থাপন করেছিল। একটি "প্রাসাদ" একটি "রাজা"-কে প্রতিনিধিত্ব করে, যা পরবর্তীতে একটি রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। একটি রাজ্যকেও একটি শহর হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

তারা বলল, আস, আমরা নিজেদের জন্য একটি নগর ও একটি মিনার নির্মাণ করি, যার চূড়া স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছাবে; আর আমরা নিজেদের জন্য নাম করি, যেন আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে না পড়ি। উৎপত্তি ১১:৪।

আসিরীয় যে "টাওয়ার" ও "প্রাসাদ" প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেগুলোই নিমরোদ নির্মিত "নগর" ও "টাওয়ার"।

আর তাদের মৃতদেহগুলো সেই মহান নগরের রাস্তায় পড়ে থাকবে, যা আত্মিকভাবে সদোম ও মিশর নামে পরিচিত, যেখানে আমাদের প্রভুও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। প্রকাশিত বাক্য ১১:৮।

অনুপ্রেরণা আমাদের জানায় যে প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ে "মহান শহর" ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে।

'বৃহৎ নগরী' যার রাস্তায় সাক্ষীরা নিহত হয়, এবং যেখানে তাদের মৃতদেহ পড়ে থাকে, তা 'আধ্যাত্মিকভাবে' মিশর। বাইবেলের ইতিহাসে উল্লিখিত সব জাতির মধ্যে, মিশরই সবচেয়ে দুঃসাহসের সঙ্গে জীবন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে এবং তাঁর আদেশের বিরোধিতা করেছে। স্বর্গীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মিশরের রাজা যে পরিমাণ প্রকাশ্য ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বিদ্রোহ করেছিলেন, ততখানি আর কোনো রাজা করার দুঃসাহস দেখায়নি। যখন প্রভুর নামে মূসা তার কাছে বার্তা নিয়ে এলেন, ফারাও গর্বভরে উত্তর দিলেন: 'যিহোবা কে, যে আমি তাঁর কণ্ঠ মান্য করে ইস্রায়েলকে যেতে দেব? আমি যিহোবাকে চিনি না, উপরন্তু আমি ইস্রায়েলকে যেতে দেব না।' Exodus 5:2, A.R.V. এটাই নাস্তিক্যবাদ; এবং যে জাতিকে মিশর দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়েছে, তারা জীবন্ত ঈশ্বরের দাবির অনুরূপ অস্বীকৃতি উচ্চারণ করবে এবং একইরকম অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার মনোভাব প্রকাশ করবে। 'বৃহৎ নগরী'কে 'আধ্যাত্মিকভাবে' সদোমের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের বিধি ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে সদোমের পাপাচার বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল লাম্পট্যে। আর এই পাপই হবে সেই জাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, যে জাতি এই শাস্ত্রের নির্দেশিত লক্ষণসমূহ পূরণ করবে।

তাহলে, নবীর কথানুসারে, ১৭৯৮ সালের কিছু আগে শয়তানি উৎপত্তি ও চরিত্রের এক শক্তি বাইবেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উত্থিত হবে। আর যে দেশে এভাবে ঈশ্বরের দুই সাক্ষীর সাক্ষ্য নীরব করে দেওয়া হবে, সেখানে প্রকাশ পাবে ফেরাউনের নাস্তিকতা এবং সদোমের লাম্পট্য।

"এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ফ্রান্সের ইতিহাসে অত্যন্ত নির্ভুল ও বিস্ময়করভাবে পূর্ণ হয়েছে। বিপ্লবের সময়, ১৭৯৩ সালে, 'বিশ্ব প্রথমবারের মতো শুনল—সভ্যতায় জন্মগ্রহণ ও শিক্ষাপ্রাপ্ত, এবং ইউরোপের শ্রেষ্ঠ জাতিগুলোর একটিকে শাসনের অধিকার নিজেদের বলে ধরে নেওয়া মানুষের একটি সমাবেশে—তারা তাদের ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠ উচ্চ করে মানব আত্মা যে সর্বাপেক্ষা গুরুগম্ভীর সত্য গ্রহণ করে তা অস্বীকার করল, এবং একবাক্যে দেবতার প্রতি বিশ্বাস ও উপাসনা ত্যাগ করল।'— স্যার ওয়াল্টার স্কট, লাইফ অব নেপোলিয়ন, খণ্ড ১, অধ্যায় ১৭। 'বিশ্বে ফ্রান্সই একমাত্র জাতি যার সম্পর্কে এমন প্রামাণ্য দলিল টিকে আছে যে, একটি জাতি হিসেবে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে তার হাত তুলেছিল। নিন্দুকের অভাব ছিল না, অবিশ্বাসীরও অভাব ছিল না—ছিল এবং এখনো আছে—ইংল্যান্ড, জার্মানি, স্পেনে ও অন্যত্র; কিন্তু ফ্রান্স বিশ্বের ইতিহাসে আলাদা হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র সেই রাষ্ট্র হিসেবে, যা তার আইনসভার ডিক্রি দ্বারা ঘোষণা করেছিল যে ঈশ্বর বলে কেউ নেই; এবং যার রাজধানীর

> সমগ্র জনগণ, এবং অন্যত্র বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ—নারী যেমন পুরুষও—এই ঘোষণাকে সানন্দে গ্রহণ করে নেচে-গেয়ে উল্লাস করেছিল।'— ব্ল্যাকউডস ম্যাগাজিন, নভেম্বর, ১৮৭০।" দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ২৬৯।

প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে উল্লেখিত 'মহান নগরী' ছিল ফ্রান্স রাষ্ট্র, যা তার আইনসভার একটি 'ডিক্রি' পাস করেছিল, যাতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ঈশ্বর নেই। সেই ডিক্রিটি ছিল নাস্তিকতার এক প্রকাশ, যা ফেরাউনের বিদ্রোহ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। একটি মহান নগরী হলো একটি রাজ্য, অথবা একটি 'জাতি' বা একটি 'রাষ্ট্র'। প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে ফ্রান্সকে দুটি প্রতীকে উপস্থাপন করা হয়েছে - মিশর ও সদোম।

আমাদের জানানো হয়েছে, “এটাই নাস্তিকতা, এবং মিশর দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত জাতি জীবন্ত ঈশ্বরের দাবিগুলোর অনুরূপ অস্বীকারে কণ্ঠ দেবে এবং অবিশ্বাস ও অবাধ্যের তদ্রূপ মনোভাব প্রকাশ করবে। ‘মহান নগরী’কেও ‘আধ্যাত্মিকভাবে’ সদোমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের আইন ভঙ্গের ক্ষেত্রে সদোমের অধঃপতন বিশেষভাবে লম্পটতায় প্রকাশ পেয়েছিল।”

ফ্রান্সের মহান নগরী বা জাতিকে প্রতীকীভাবে একটি জাতি (মিসর) ও একটি নগরী (সদোম) দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছে। মিসর ‘কথা বলবে’, আর একটি জাতির কথা বলা গির্জা-কৌশলকে নয়, রাষ্ট্রকৌশলকে প্রতিনিধিত্ব করে। ‘মিসর ছিল রাষ্ট্র এবং সদোম ছিল গির্জা’—এই উপস্থাপনাটি প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

> "জাতির 'বলা' হলো তার আইন প্রণয়নকারী ও বিচারিক কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপ।" মহা-বিতর্ক, ৪৪২।

প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে যোহন ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাগুলিকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। বাস্তব বিপ্লবটি ঐ অধ্যায়ে যোহনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সত্যতার পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়েছে। যোহন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, পরে ফরাসি বিপ্লব সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছিল, এবং এরপর পালাক্রমে—ভবিষ্যদ্বাণীটি ও তার ঐতিহাসিক পরিপূর্ণতা উভয়ই পৃথিবীর অন্তে ঘটবে এমন ঘটনাগুলিকে চিহ্নিত করে এবং সেগুলোর সঙ্গে সমান্তরালতা টানে, যখন আবারও এক দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্র একটি দুর্নীতিগ্রস্ত গির্জার সঙ্গে জোট বাঁধে। অবশ্যই, সেই অপবিত্র বিবাহের পর রক্তস্নান ঘটে। ঈশ্বরের রাজ্যও একটি মহান নগরী।

> তিনি আত্মায় আমাকে একটি মহান ও উচ্চ পর্বতে নিয়ে গেলেন, এবং আমাকে দেখালেন সেই মহান নগর, পবিত্র যিরূশালেম, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে, স্বর্গ হতে নেমে আসছিল। প্রকাশিত বাক্য ২১:১০।
>
> এখানে যে বরের আগমনের কথা বলা হয়েছে, তা বিবাহের পূর্বেই ঘটে। বিবাহটি খ্রিষ্টের তাঁর রাজ্য গ্রহণকে প্রতিনিধিত্ব করে। পবিত্র নগরী, নতুন যিরূশালেম, যা রাজ্যের রাজধানী ও প্রতিনিধি, তাকে বলা হয়েছে ‘বধূ, মেষশিশুর স্ত্রী’। স্বর্গদূত যোহনকে বললেন: ‘এদিকে এসো, আমি তোমাকে বধূকে, মেষশিশুর স্ত্রীকে, দেখাবো।’ নবী বলেন, ‘তিনি আমাকে আত্মায় বহন করে নিয়ে গেলেন, এবং আমাকে সেই মহান নগরী—পবিত্র যিরূশালেম—দেখালেন, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে, স্বর্গ থেকে নেমে আসছিল।’ প্রকাশিত বাক্য ২১:৯, ১০। মহাসংঘর্ষ, ৪২৬।

নিমরোদের বিদ্রোহ তাঁর একটি টাওয়ার ও একটি শহর নির্মাণের মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছে, যা পৃথিবীর শেষকালে গির্জা ও রাষ্ট্রের সংযুক্তির নিদর্শন; কারণ সকল ভবিষ্যদ্বক্তাই পৃথিবীর শেষের কথা বলছেন। নিমরোদের বিদ্রোহ ছিল লুসিফারের বিদ্রোহেরও ধারাবাহিকতা, যার বাসনা ছিল ঈশ্বরের গির্জা ও ঈশ্বরের রাষ্ট্র—উভয়েরই নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।

> হে লুসিফার, প্রভাতের পুত্র, তুমি স্বর্গ থেকে কীভাবে পতিত হলে! তুমি যে জাতিগুলিকে দুর্বল করেছিলে, তুমি কীভাবে ভূমিতে নিপাতিত হলে! কারণ তুমি তোমার হৃদয়ে বলেছ, ‘আমি স্বর্গে আরোহণ করব; আমি ঈশ্বরের নক্ষত্রসমূহের ঊর্ধ্বে আমার সিংহাসন উচ্চে স্থাপন করব; আমি মণ্ডলীর পর্বতে, উত্তরের প্রান্তে, বসব; আমি মেঘমালার উচ্চতার ঊর্ধ্বেও আরোহণ করব; আমি সর্বোচ্চের মতো হব।’ ইশাইয়া ১৪:১২–১৪।

যিশাইয়া যখন লুসিফারের হৃদয়ের গোপন আকাঙ্ক্ষা—'সর্বোচ্চের মতো' হওয়া—উন্মোচিত করেন, তখন তিনি উল্লেখ করেন যে লুসিফার দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আসনে বসতে চাইছে। সে চায় 'তার সিংহাসনকে ঈশ্বরের নক্ষত্রসমূহের ঊর্ধ্বে উন্নীত করতে' এবং 'উত্তরের পার্শ্বে সমাবেশের পর্বতের উপরেও বসতে'।

সিংহাসন রাজার কর্তৃত্ব—অথবা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব—এর প্রতীক এবং 'উত্তরের পার্শ্বসমূহ' হলো ঈশ্বরের মণ্ডলী।

> কোরহের পুত্রদের জন্য একটি গান ও স্তোত্র। প্রভু মহান, এবং তিনি আমাদের ঈশ্বরের নগরে, তাঁর পবিত্রতার পর্বতে, মহা প্রশংসার যোগ্য। অবস্থানে অতি সুন্দর, সমগ্র পৃথিবীর আনন্দ, উত্তরের পার্শ্বে অবস্থিত মহান রাজার নগর, সেই সিয়োন পর্বত। তার প্রাসাদসমূহে ঈশ্বর আশ্রয়স্বরূপে পরিচিত। গীতসংহিতা ৪৮:১-৩।

জেরুজালেম হলো "মহান রাজার নগরী", যা ঈশ্বরের রাজনৈতিক সিংহাসনকে নির্দেশ করে; এবং জেরুজালেমেই "তাঁর পবিত্রতার পর্বত", "উত্তরের পার্শ্বে", যা ঈশ্বরের ধর্মীয় সিংহাসনকে নির্দেশ করে। আদি থেকেই শয়তানের বিদ্রোহ ও যুদ্ধকে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার এই আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে—ঈশ্বরের মণ্ডলী ও ঈশ্বরের রাষ্ট্র উভয়ের ওপর শাসন করার। এরপর শয়তান নিমরোদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়, আর নিমরোদ যে দেশটি কালদীয়দের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেটিকে এমন এক দেশ হিসেবে চিত্রিত করা হয় যেখানে নিমরোদ উভয়ই নির্মাণ করেছিল—একটি মিনার ও একটি নগরী—মণ্ডলী ও রাষ্ট্র।

অতএব, যখন যিশাইয়ার ব্যভিচারিণী এবং যোহনের মহা ব্যভিচারিণী পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে ব্যভিচার করে, ভবিষ্যদ্বাণী নির্দেশ করছে যে সত্তর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বছরের শেষে রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে একটি অপবিত্র সম্পর্ক ঘটে।

যিশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর ধারায় অধ্যায় তেইশে ‘বেশ্যা তীর’-এর বিচার বর্ণিত হয়েছে, আর যোহন সেই একই বিচারকে ‘মহান বাবিল’ নামে পরিচিত এক রক্তবর্ণ নারীর প্রতীকে বর্ণনা করেছেন। একই বেশ্যার একই বিচারের তৃতীয় সাক্ষ্য নিম্নরূপ:

> প্রকাশিত বাক্য ১৭-এর নারী (বাবিল) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি ‘বেগুনি ও রক্তবর্ণ পোশাকে সজ্জিত, এবং সোনা, মূল্যবান পাথর ও মুক্তায় অলঙ্কৃত; তার হাতে সোনার এক পাত্র, যা ঘৃণ্যতা ও অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ: ... এবং তার কপালে লেখা ছিল একটি নাম—রহস্য, মহান বাবিল, ব্যভিচারিণীদের জননী।’ নবী বলেন: ‘আমি দেখিলাম, সেই নারী সাধুদের রক্তে এবং যিশুর শহীদদের রক্তে মাতাল।’ বাবিল সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে

সে হলো 'সে মহান নগরী, যে পৃথিবীর রাজাদের উপর রাজত্ব করে।' প্রকাশিত বাক্য ১৭:৪–৬, ১৮। যে শক্তি বহু শতাব্দী ধরে খ্রিষ্টান জগতের রাজাদের উপর স্বৈরাচারী আধিপত্য বজায় রেখেছিল, তা হলো রোম। দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৩৮২।

শেষ দিনগুলোতে টাইর হলো রোমান ক্যাথলিক গির্জা। সে সময় পোপতন্ত্র অগ্রসর হয়ে পৃথিবীর রাজাদের উদ্দেশে তার প্রলোভনময় গান গাইবে, এভাবে রাজাদের ব্যভিচারের কাজে লিপ্ত করবে, যা ভবিষ্যদ্বাণীমতে গির্জা ও রাষ্ট্রের মিলন।

আর সেই দিনে ঘটবে যে, টাইর সত্তর বছর ধরে বিস্মৃত থাকবে, এক রাজার জীবনকাল অনুযায়ী: সত্তর বছরের শেষে টাইর একজন বেশ্যার মতো গান গাইবে। ইশাইয়া ২৩:১৫।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে 'রাজা' বলতে 'রাজ্য' বোঝায়; তাই যে সময়ে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত এক রাজ্য সত্তর বছর শাসন করবে, সেই সময়ে টাইর বিস্মৃত থাকবে।

আর সেই দিনে এমন হবে যে, এক রাজার রাজত্বের সময় অনুযায়ী টাইরকে সত্তর বছর ধরে ভুলে রাখা হবে; সত্তর বছরের শেষে টাইর বেশ্যার মতো গান গাইবে। বীণা তুলে নাও, শহর জুড়ে ঘুরে বেড়াও, হে ভুলে-যাওয়া বেশ্যা; মধুর সুর তোলো, অনেক গান গাও, যাতে তোমাকে স্মরণ করা হয়। আর সত্তর বছরের শেষে এমন হবে যে, প্রভু টাইরকে পরিদর্শন করবেন, আর সে তার উপার্জনে ফিরে যাবে, এবং পৃথিবীর উপর যত রাজ্য আছে, তাদের সকলের সঙ্গে ব্যভিচার করবে। ইশাইয়া ২৩:১৫-১৭।

এক রাজ্যের শাসনামলে, যা সত্তর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বছর ধরে শাসন করবে, রোমান ক্যাথলিক গির্জা বিস্মৃত হবে। সত্তর বছরের শেষে পোপীয় ক্ষমতা "মধুর সুর তুলবে, অনেক গান গাইবে।" ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অর্থে "গান" মানে "অভিজ্ঞতা।"

সিংহাসনের সামনে স্ফটিকসদৃশ সমুদ্রের উপর—যে কাঁচের সমুদ্রটি যিনি অগ্নির সাথে মিশে আছে, ঈশ্বরের মহিমায় এতই দ্যুতিময়—সেখানে সমবেত হয়েছে সেই সমাবেশ, যারা 'পশুর ওপর, তার মূর্তির ওপর, তার চিহ্নের ওপর, এবং তার নামের সংখ্যার ওপর' বিজয় অর্জন করেছে। সিয়োন পর্বতে মেষশাবকের সাথে, 'ঈশ্বরের বীণা হাতে' তারা দাঁড়িয়ে আছে—মানুষের মধ্য থেকে মুক্তিক্রয় করা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার—এবং শোনা যায় বহু জলের শব্দের ন্যায়, এবং এক মহান বজ্রের শব্দের ন্যায়, 'বীণাবাদকদের বীণা বাজানোর ধ্বনি।' এবং তারা সিংহাসনের সামনে 'একটি নতুন গান' গায়—একটি গান, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছাড়া আর কেউই শিখতে পারে না। এটি মূসা ও মেষশাবকের গান—মুক্তির গান। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ব্যতীত আর কেউ সেই গান শিখতে পারে না; কারণ এটি তাদের অভিজ্ঞতার গান—এমন এক অভিজ্ঞতা, যা অন্য কোনো সমাবেশ কখনও পায়নি। 'এরা সেই সকল, যারা মেষশাবককে অনুসরণ করে, তিনি যেখানেই যান।' এরা পৃথিবী থেকে, জীবিতদের মধ্য থেকে রূপান্তরিত হয়ে, 'ঈশ্বর ও মেষশাবকের কাছে প্রথম ফল' বলে গণ্য হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ১৫:২, ৩; ১৪:১-৫। 'এরা সেই সকল, যারা মহা কষ্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে;' তারা এমন এক দুঃখের সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে, যেমনটি কোনো জাতি হওয়ার পর থেকে কখনও হয়নি; তারা যাকোবের সংকটের সময়ের যন্ত্রণা সহ্য করেছে; ঈশ্বরের বিচারসমূহের চূড়ান্ত বর্ষণের সময় তারা কোনো মধ্যস্থকারী ছাড়াই দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তারা উদ্ধার পেয়েছে, কারণ তারা 'নিজেদের পোশাক ধুয়ে নিয়েছে, এবং সেগুলিকে মেষশাবকের রক্তে সাদা করেছে।' 'তাদের মুখে কোনো কপটতা পাওয়া যায়নি; কারণ তারা ঈশ্বরের সামনে নির্দোষ।' 'অতএব তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে থাকে, এবং তাঁর মন্দিরে দিনরাত তাঁকে সেবা করে; আর যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তিনি তাদের মধ্যে বাস করবেন।' তারা দেখেছে দুর্ভিক্ষ ও

মহামারীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীকে; সূর্য মহান তাপে মানুষকে দগ্ধ করার ক্ষমতা পেয়েছিল; আর তারাও নিজে কষ্ট, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করছে। কিন্তু 'তারা আর ক্ষুধার্ত হবে না, আর তৃষ্ণার্তও হবে না; সূর্যও তাদের ওপর পতিত হবে না, কোনো তাপও নয়। কারণ সিংহাসনের মাঝখানে যিনি মেষশাবক, তিনি তাদের চরাবেন, এবং তাদের জীবন্ত জলধারার উৎসগুলোর কাছে নিয়ে যাবেন; এবং ঈশ্বর তাদের চোখ থেকে সব অশ্রু মুছে দেবেন।' প্রকাশিত বাক্য ৭:১৪-১৭। দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৬৪৮।

"'তাঁর মন্দিরে সকলেই তাঁর মহিমার কথা বলে' (গীতসংহিতা ২৯:৯), এবং যে গান মুক্তিপ্রাপ্তরা গাইবে—তাদের অভিজ্ঞতার গান—তা ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করবে: 'হে প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, তোমার কাজগুলি মহান ও আশ্চর্য; তোমার পথসমূহ ধার্মিক ও সত্য, হে যুগযুগের রাজা। কে না ভয় করবে, হে প্রভু, এবং তোমার নামকে মহিমান্বিত করবে? কারণ একমাত্র তুমি পবিত্র।' প্রকাশিত বাক্য ১৫:৩, ৪, R.V." শিক্ষা, ৩০৮।

সত্তর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বছরের শেষে পোপতন্ত্র "মধুর সুর তুলবে, বহু গান গাইবে, যাতে" তিনি "স্মরণীয় হন।" সত্তর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বছর শাসনকারী রাজ্যের অবসানে রোমান ক্যাথলিক গির্জা পৃথিবীকে তার অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। সেই ইতিহাসে ইউরোপের রাজাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে তিনি নৈতিক কর্তৃত্ব হিসেবে শাসন করতেন। সেই ইতিহাস যথার্থই "অন্ধকার যুগ" হিসেবে চিহ্নিত, এবং ইউরোপের রাজাদের ওপর পোপতন্ত্র যখন শাসন করত সেই ইতিহাসের সঙ্গে যেকোনোভাবে যুক্ত হতে পারে এমন সব অন্ধকারকে সেই একেবারে ভিত্তিগত কর্মকেই দায়ী করা যায়, যা পরবর্তী সব অন্ধকারের জন্ম দিয়েছিল। সে কাজটি ছিল ধর্ম ও রাষ্ট্রের সংমিশ্রণ, অর্থাৎ ইউরোপের রাজারা ও ক্যাথলিক গির্জার সংযুক্তি। বাইবেলীয় বিবাহে পুরুষ নারীর ওপর শাসন করবে, কিন্তু সেই ইতিহাসে যে ব্যভিচার ঘটেছিল তা নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রকৃত শৃঙ্খলার উল্টো ছিল।

সত্তর বছর শেষে একটি মহাসঙ্কট দেখা দেবে, যখন বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত সেই রাজ্যের পরিসমাপ্তি হবে, যে রাজ্য পাপাসত্বকে ভবিষ্যদ্বাণীমতে বিস্মৃত রাখা হয় এমন সময়কালে বিশ্বকে শাসন করে। ওই রাজ্যের পতনে সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী সঙ্কট ক্যাথলিক চার্চের জন্য সুযোগ করে দেবে বিশ্বকে জানাতে যে, ওই রাজ্যের পতনে সৃষ্ট দুর্দিন পার হতে হলে বিশ্বকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের নৈতিক কর্তৃত্বের অধীন হতে হবে, যেমনটি অন্ধকার যুগের ইতিহাসে দেখা যায়।

যখন রাজত্বের অবসান ঘটে এবং পোপতন্ত্র তার অতীত অভিজ্ঞতার গান গায়—এক এমন অভিজ্ঞতা যাকে ইতিহাসবিদরা 'অন্ধকার' আখ্যা দেন—তখন সেই অন্ধকার ইতিহাসটি কীভাবে এমন এক বার্তা হতে পারে যা পোপতন্ত্র পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে ভাগ করবে এবং যা তাদেরকে তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে রাজি করাবে? এক মহাসংকটে কেন অতীত যুগগুলোর অভিজ্ঞতা—(তার গান), ভবিষ্যদ্বাণীমতে তাকে ভুলে ফেলার পূর্বের তার অভিজ্ঞতা—পৃথিবীর রাজাদেরকে এই যুক্তি দেবে যে তাদের মহাসংকটের সমাধান হলো সেই অন্ধকারের অভিজ্ঞতাই?

একটি বিড় শ্রেণি, এমনকি যাদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি কোনো সদ্ভাব নেই, তারা এর ক্ষমতা ও প্রভাব থেকে খুব সামান্যই বিপদের আশঙ্কা করে। অনেকে বলেন, মধ্যযুগে বিরাজমান বৌদ্ধিক ও নৈতিক অন্ধকার এর মতবাদ, কুসংস্কার ও অত্যাচারের বিস্তারকে সহায়তা করেছিল, আর আধুনিক কালের অধিকতর প্রজ্ঞা,

জ্ঞানের ব্যাপক বিস্তার এবং ধর্মীয় বিষয়ে ক্রমবর্ধমান উদারতা অসহিষ্ণুতা ও স্বৈরাচারের পুনরুত্থানকে অসম্ভব করে তুলেছে। এই আলোকিত যুগে এমন অবস্থা থাকবে—এই চিন্তাটাই উপহাসের বিষয়। সত্য এই যে, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও ধর্মীয়—মহা আলো এই প্রজন্মের উপর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের উন্মুক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে স্বর্গীয় আলো পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত, যত বৃহৎ আলো দান করা হয়, ততই গভীর অন্ধকার তাদের, যারা সেটিকে বিকৃত করে ও প্রত্যাখ্যান করে।

বাইবেলের প্রার্থনাপূর্ণ অধ্যয়ন প্রোটেস্ট্যান্টদের পোপতন্ত্রের প্রকৃত চরিত্র দেখিয়ে দিত এবং তাদের তা ঘৃণা ও পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করত; কিন্তু অনেকে নিজেদের জ্ঞান নিয়ে এতই আত্মতুষ্ট যে সত্যের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য তারা বিনম্রভাবে ঈশ্বরকে অন্বেষণের কোনো প্রয়োজনই অনুভব করে না। নিজেদের আলোকপ্রাপ্তি নিয়ে গর্ব করলেও, তারা শাস্ত্র ও ঈশ্বরের শক্তি—উভয় বিষয়েই অজ্ঞ। তাদের বিবেককে শান্ত করার কোনো উপায় তাদের চাই, এবং তারা খোঁজে এমন কিছু যা আত্মিকতার দিক থেকে সবচেয়ে কম এবং যা তাদেরকে সবচেয়ে কম নম্র হতে বাধ্য করে। ঈশ্বরকে ভোলার এমন এক পদ্ধতিই তারা চায়, যা আবার তাঁকে স্মরণ করার উপায় বলেই গ্রহণ করা হবে। এ সব চাহিদা পূরণে পোপতন্ত্র অত্যন্ত মানানসই। এটি মানবজাতির দুই শ্রেণির জন্য প্রস্তুত—যা প্রায় সমগ্র বিশ্বকে অন্তর্ভুক্ত করে—যারা নিজেদের কৃতিত্বের দ্বারা পরিত্রাণ পেতে চায়, এবং যারা নিজেদের পাপের মধ্যেই পরিত্রাণ পেতে চায়। এটাই তার শক্তির রহস্য।

"মহা বৌদ্ধিক অন্ধকারের একটি দিন পোপতন্ত্রের সাফল্যের পক্ষে সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখনও দেখানো হবে যে মহা বৌদ্ধিক আলোর একটি দিনও তার সাফল্যের জন্য সমানভাবে সহায়ক। অতীত যুগে, যখন মানুষ ঈশ্বরের বাক্য এবং সত্যের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ছিল, তখন তাদের চোখে পট্টি বাঁধা ছিল, এবং হাজারো মানুষ তাদের পায়ের জন্য পাতানো জালটি না দেখে ফাঁদে আটকা পড়েছিল। এই প্রজন্মে অনেকেই আছে, যাদের চোখ মানবীয় কল্পনা-অনুমানের ঝলকে—'যাকে বিজ্ঞান বলা হয়, কিন্তু তা মিথ্যা'—ঝলসে যায়; তারা জালটি চিনতে পারে না, এবং যেন চোখে পট্টি বাঁধা আছে এমনই সহজে তাতে পা বাড়ায়। ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছিলেন যে মানুষের বৌদ্ধিক শক্তিকে তার স্রষ্টার দান হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তা সত্য ও ধার্মিকতার সেবায় ব্যবহৃত হবে; কিন্তু যখন অহংকার ও উচ্চাশা লালিত হয়, এবং মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের ঊর্ধ্বে নিজেদের তত্ত্বকে উচ্চাসনে বসায়, তখন প্রজ্ঞা অজ্ঞতার চেয়েও বড় ক্ষতি সাধন করতে পারে। এইভাবে বর্তমান যুগের মিথ্যা বিজ্ঞান, যা বাইবেলের ওপর বিশ্বাসকে দুর্বল করে, পোপতন্ত্রকে তার মনোরম রূপাবলিসহ গ্রহণ করার পথ প্রস্তুত করতে ততটাই সফল প্রমাণিত হবে, যেমন অন্ধকার যুগে জ্ঞান-অবরোধ তার ক্ষমতাবৃদ্ধির পথ খুলে দিয়েছিল।" মহা বিতর্ক, ৫৭২।

রোমান ক্যাথলিকরা স্বীকার করে যে বিশ্রামদিনে যে পরিবর্তন এসেছে, তা তাদের গির্জাই করেছে, এবং এই পরিবর্তনটিকেই তারা গির্জার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরে। তারা ঘোষণা করে যে সপ্তাহের প্রথম দিনটিকে বিশ্রামদিন হিসেবে মান্য করার মাধ্যমে প্রোটেস্ট্যান্টরা ঈশ্বরীয় বিষয়ে আইন প্রণয়নের তার ক্ষমতাকেই স্বীকার করছে। রোমান ক্যাথলিক গির্জা তার অভ্রান্ততার দাবিটি ত্যাগ করেনি; এবং যখন বিশ্ব ও প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলি যিহোবার বিশ্রামদিনকে প্রত্যাখ্যান করে তারই নির্মিত এক কৃত্রিম বিশ্রামদিন গ্রহণ করে, তখন তারা কার্যত এই দাবিকেই স্বীকার করে। এই পরিবর্তনের জন্য তারা কর্তৃত্বের কথা উদ্ধৃত করতে

পারে, কিন্তু তাদের যুক্তির ভ্রান্তি সহজেই ধরা পড়ে। পোপপন্থী এতটাই তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন যে সে দেখে প্রোটেস্ট্যান্টরা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করছে, ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনার সত্যের প্রতি চোখ বুজে আছে। রবিবার-পালনের এই প্রথা যতই সমর্থন লাভ করে, সে ততই আনন্দিত হয়, নিশ্চিত হয় যে শেষে পর্যন্ত এটি সমগ্র প্রোটেস্ট্যান্ট জগতকে রোমের পতাকার নীচে নিয়ে আসবে।

সব্বাথের পরিবর্তন রোমান গির্জার কর্তৃত্বের নিদর্শন বা চিহ্ন। যারা চতুর্থ আজ্ঞার বিধান বুঝে সত্য সব্বাথের পরিবর্তে মিথ্যা সব্বাথ পালন করতে বেছে নেন, তারা এর দ্বারা সেই কর্তৃত্বের প্রতিই শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করেন, যে কর্তৃত্বই একমাত্র এটিকে আদেশ করে। পশুর চিহ্ন হল পোপীয় সব্বাথ, যা ঈশ্বরের নির্ধারিত স্থলে বিশ্ব গ্রহণ করছে।

কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীতে নির্দিষ্ট পশুর চিহ্ন গ্রহণের সময় এখনও আসেনি। পরীক্ষার সময় এখনও আসেনি। প্রতিটি গির্জাতেই সত্যকিারের খ্রিস্টান আছে; রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ও এর ব্যতিক্রম নয়। যতক্ষণ না কেউ আলো পায় এবং চতুর্থ আজ্ঞার বাধ্যবাধকতা বুঝতে পারে, ততক্ষণ কাউকেই দণ্ডিত করা হয় না। কিন্তু যখন কৃত্রিম বিশ্রামদিন বলবৎ করার ফরমান জারি হবে, এবং যখন তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো আহ্বান মানুষকে পশু ও তার মূর্তির উপাসনার বিরুদ্ধে সতর্ক করবে, তখন মিথ্যা ও সত্যের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন ঘটবে। তখন যারা এখনও অবাধ্যতায় অটল থাকবে, তারা তাদের কপালে বা হাতে পশুর চিহ্ন গ্রহণ করবে।

দ্রুতগতিতে আমরা এই সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। যখন প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জাগুলি মিথ্যা ধর্মকে সমর্থন দিতে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতার সঙ্গে একত্রিত হবে—যার বিরোধিতা করার জন্য তাদের পূর্বপুরুষরা সবচেয়ে ভয়াবহ নির্যাতন সহ্য করেছিলেন—তখন গির্জা ও রাষ্ট্রের যৌথ কর্তৃত্বে পোপীয় বিশ্রামদিন বলবৎ করা হবে। একটি জাতীয় ধর্মত্যাগ ঘটবে, যার শেষে হবে শুধু জাতীয় ধ্বংস। বাইবেল ট্রেনিং স্কুল, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩।

অধ্যায়টিকে পূর্ণভাবে আলোচনা করার আগে আমরা যেসব প্রতীক সনাক্ত করতে চাই, তার মধ্যে পাঁচটির কথা এখন সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি শহর একটি রাজ্য; এবং ইশাইয়ার তেইশতম অধ্যায়ে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হলেও স্পষ্টত ভিন্ন দুটি রাজ্য আছে। প্রথমটি হলো "মুকুটধারী শহর" এবং অন্যটি হলো "বণিক শহর"। শেষ যুগে ড্রাগন, পশু এবং মিথ্যা ভাববাদীর ত্রিবিধি ঐক্যকে যে শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে, সেটি হলো পোপতন্ত্র। এটাই সেই রাজ্য যার কাছে মুকুট রয়েছে।

"আমরা যখন শেষ সংকটের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তখন প্রভুর ব্যবহৃত মাধ্যমগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য থাকা অত্যন্ত জরুরি। পৃথিবী ঝড়, যুদ্ধ ও বিভিদে পরিপূর্ণ। তবু এক নতো—পোপীয় ক্ষমতা—এর অধীনে লোকেরা তাঁর সাক্ষীদের বিরোধিতা করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এক হবে। এই ঐক্যকে দৃঢ় করে মহা ধর্মত্যাগী। সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সে যেমন তার অনুচরদের একত্র করতে চায়, তেমনি সত্যের সমর্থকদের বিভক্ত ও ছত্রভঙ্গ করতেও কাজ করবে। ঈর্ষা, অশুভ কল্পনা, কুৎসা-রটনা—বিরোধ ও মতভেদ সৃষ্টি করার জন্য এগুলোই সে উসকে দেয়।" সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ৭, ১৮২।

মুকুটধারী রাজ্যটি হলো টাইর, যার অর্থ "একটি শিলা"। এই অধ্যায়ে টাইর নির্দেশ করে সেই পোপতন্ত্রকে, যা খ্রিস্টের ভুয়া প্রতিরূপ গড়ে তোলার জন্য কাজ করে; কারণ পোপতন্ত্র খ্রিস্টবিরোধী। "অ্যান্টিক্রাইস্ট" শব্দে "অ্যান্টি" অংশটির অর্থ "স্থানে"।

পোপতন্ত্র প্রতিটি স্তরে খ্রিস্টের ভুয়া প্রতিরূপ দাঁড় করাতে সচেষ্ট, এবং টাইর নামের অর্থ শিলা, কারণ পোপতন্ত্র "যুগযুগের শিলা"র এক ভুয়া প্রতিরূপ।

> কে টাইরের বিরুদ্ধে এই পরামর্শ করেছে, সেই মুকুটধারী নগরীর বিরুদ্ধে, যার বণিকেরা রাজপুত্র, যার বাণিজ্যকারীরা পৃথিবীর সম্মানীয়রা? সকল গৌরবের অহংকার কলঙ্কিত করতে এবং পৃথিবীর সব সম্মানীয়কে অবজ্ঞার পাত্র করতে সেনাবাহিনীর প্রভু এই কথা স্থির করেছেন। হে তারশীশের কন্যা, নদীর মতো তোমার দেশে জুড়ে বয়ে যাও; আর শক্তি অবশিষ্ট নেই। তিনি সাগরের উপর তাঁর হাত প্রসারিত করেছেন, তিনি রাজ্যসমূহকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন; বাণিজ্যনগরের বিরুদ্ধে তার দুর্গসমূহ ধ্বংস করতে প্রভু আদেশ দিয়েছেন। যিশাইয় ২৩:৮-১১.

আমরা বহু সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দেখাতে চাই যে "রাজ্যসমূহের কম্পন" ইসলামের মাধ্যমে ঈশ্বরই সম্পন্ন করেন। ইসলামই সেই শক্তি, যা জাতিসমূহকে ক্রোধান্বিত করে এবং জাতিসমূহকে কাঁপাতে ব্যবহৃত হয়। এই পর্যায়ে আমরা চিহ্নিত করছি যে প্রভু স্থির করেছেন "পৃথিবীর সকল সম্মানিতদের" হেয় করবেন, যারা হলেন "ব্যবসায়ী" ও "কারবারি", যাদের "দুর্গসমূহ" ধ্বংস করা হবে। বণিকনগরী এবং মুকুটদানকারী নগরী "স্বর্গের অসন্তোষ উসকে দিয়েছে" এবং প্রভু তাদের "দুর্গসমূহ" ধ্বংস করার সংকল্প করেছেন, আর তা অর্থনীতিকে নির্দেশ করে। যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন প্রবর্তনের আগে অর্থনীতির পতন ঘটে, কারণ রবিবারের আইন আসার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা দাবি জানাচ্ছেন "দিব্য অনুগ্রহ ও সাময়িক সমৃদ্ধি"-তে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে। তাদের যুক্তি হলো, রবিবার "কঠোরভাবে বলবৎ" না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বরের বিচারসমূহ শেষ হবে না। বাইবেলের একাধিক সাক্ষ্য একমত যে আমরা বিশ্বের অর্থনীতিতে এক বিরাট ধসের দ্বারপ্রান্তে আছি। সেই ধসটি রবিবারের আইনের পূর্বেই ঘটে, যেমন ১৮৩৭ সালের ধস ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর আগেই ঘটেছিল।

> "এবং তখন মহা প্রতারক মানুষকে বিশ্বাস করাবে যে যারা ঈশ্বরের সেবা করে, তারাই এইসব অনিষ্টের কারণ। যে শ্রেণী স্বর্গের অসন্তোষ উদ্রেক করেছে, তারা তাদের সব দুর্দশার দায় চাপাবে তাদের ওপর, যাদের ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলোর প্রতি আনুগত্য অপরাধীদের জন্য এক নিরবচ্ছিন্ন ভর্ৎসনা। ঘোষণা করা হবে যে মানুষ রবিবারের সাবাথ লঙ্ঘন করে ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করছে; যে এই পাপই এমন সব বিপর্যয় ডেকে এনেছে, যা রবিবার পালন কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক না করা পর্যন্ত থামবে না; এবং যে যারা চতুর্থ আজ্ঞার দাবি উপস্থাপন করে—এভাবে রবিবারের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট করে—তারা জনগণের জন্য উপদ্রবস্বরূপ, কারণ তারা জনগণকে ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ ও সাময়িক সমৃদ্ধিতে পুনঃস্থাপিত হতে বাধা দেয়। তাই অতীতে ঈশ্বরের দাসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তা আবারও পুনরাবৃত্ত হবে, এবং সমানভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তির ওপর: 'আর হইল কি, আহাব যখন এলিয়কে দেখিল, তখন আহাব তাহাকে বলিল, তুমি কি সেই ব্যক্তি, যে ইস্রায়েলকে বিপদে ফেলিতেছে? আর তিনি উত্তর দিলেন, আমি ইস্রায়েলকে বিপদে ফেলি নাই; কিন্তু তুমি এবং তোমার পিতৃগৃহ—কারণ তোমরা সদাপ্রভুর আজ্ঞাগুলি ত্যাগ করিয়াছ, আর তুমি বালদের পশ্চাতে চলিয়াছ।' ১ রাজাবলি ১৮:১৭, ১৮। মিথ্যা অভিযোগে যখন জনগণের ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে, তারা ঈশ্বরের দূতদের প্রতি এমনই আচরণ করবে, যেমন ধর্মত্যাগী ইস্রায়েল এলিয়ের প্রতি করেছিল।" দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৫৯০।

কার্মেল পর্বতে এলিয় যখন বালের নবীদের এবং উপবনের পুরোহিতদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেটি রবিবারের আইনের প্রতীক। গির্জার জন্য বার্তাটি ছিল, "আজই বেছে নাও

তুমি কাকে সেবা করবে।" যখন এই ইতিহাস রবিবারের আইনে পুনরাবৃত্ত হবে, তখন প্রশ্ন হবে, "তুমি কোন দিনটি বিছে নেবে, কারণ তুমি যে দিনটি বিছে নাও, সেটিই নির্দেশ করে তুমি কাকে সেবা করছ।" কার্মেল পর্বতের ঘটনাটির আগে সাড়ে তিন বছর ভয়াবহ খরা ছিল। রবিবারের আইন আসার আগে একের পর এক রবিবারের আইন থাকবে, কিন্তু সেগুলি "কঠোরভাবে প্রয়োগ" করা হবে না। রবিবারের আইনের সঙ্গে যুক্ত নীতিটি হলো, জাতীয় ধর্মত্যাগের পর আসে জাতীয় ধ্বংস। এর উদাহরণ হলো—খ্রিস্টাব্দ ৩২১ সালে কনস্টানটাইন একটি রবিবারের আইন পাশ করেছিলেন, এবং অল্পকাল পরেই প্রকাশিত বাক্য অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম চারটি তূরীর ঘটনাবলি শুরু হয়, যা ৪৭৬ সালের মধ্যে পশ্চিম রোমকে তার সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়। কনস্টানটাইনের কাহিনি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে রবিবারকে ধাপে ধাপে শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত করা হয়েছিল এবং একই সঙ্গে সপ্তম দিনের সাব্বাথের ওপর ধাপে ধাপে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। এই ধারাবাহিক ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে যখন নাগরিকদের রবিবার মানতে বাধ্য করা হয়, আর সাব্বাথ পালন করলে নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান রবিবারের আইন প্রণয়নেরও উপসংহার এটাই। রবিবারের উপাসনা বাধ্যতামূলক করার সঙ্গে যুক্ত একটি নীতি হলো: "জাতীয় ধর্মত্যাগের পর আসে জাতীয় ধ্বংস।" এই নীতির অর্থ হলো, প্রকাশিত বাক্য তেরো অধ্যায়ের এগারো পদে বর্ণিত প্রকৃত রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার আগে, রবিবারের আইন প্রয়োগের ক্রমবৃদ্ধি ঈশ্বরের বিচারের ক্রমবৃদ্ধি ডেকে আনবে। প্রতিটি নতুন অধ্যাদেশই তদনুরূপ সর্বনাশ বয়ে আনবে। যে বিচারগুলোর জন্য নাগরিকেরা সাব্বাথ-পালনকারীদের দোষারোপ করছে, বাস্তবে সেগুলো সৃষ্টি হচ্ছে রবিবারের আইন প্রয়োগ ক্রমশ কঠোর হওয়ার ফলেই। আমরা "মহাসংঘর্ষ" গ্রন্থ থেকে একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত করেছি, যার শিরোনাম আমি রেখেছি "রবিবারের ক্রমবিকাশ"। আমি পরামর্শ দেব, আপনি সেটি আরেকবার পড়ে নিন। এটি "ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা" শিরোনামযুক্ত বিভাগে রয়েছে।

> "ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন শেষ দিনে কী ঘটবে, যাতে তাঁর লোকেরা বিরোধিতা ও ক্রোধের ঝড়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকতে পারে। যাদেরকে আগত ঘটনাবলী সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন আসন্ন ঝড়ের শান্ত প্রত্যাশায় বসে না থাকে, এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে যে বিপদের দিনে প্রভু তাঁর বিশ্বস্তদের আশ্রয় দেবেন। আমরা যেন প্রভুর জন্য অপেক্ষমাণ লোকদের মতো হই, অলস প্রত্যাশায় নয়, বরং আন্তরিক কর্মে, অবিচল বিশ্বাস নিয়ে। এখন গৌণ বিষয়াবলীতে আমাদের মনকে মগ্ন হতে দেওয়ার সময় নয়। যখন মানুষ ঘুমিয়ে আছে, তখন শয়তান সক্রিয়ভাবে এমনভাবে বিষয়গুলি সাজাচ্ছে যাতে প্রভুর লোকেরা করুণা বা ন্যায়বিচার পেতে না পারে। রবিবার আন্দোলন এখন অন্ধকারে তার পথ করে নিচ্ছে। নেতারা প্রকৃত বিষয়টি আড়াল করছে, আর যারা এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে তাদের অনেকে নিজেরাও বুঝতে পারছে না যে গোপন স্রোত কোন দিকে বইছে। এর ঘোষণাগুলি মৃদু এবং আপাতদৃষ্টিতে খ্রিস্টীয়, কিন্তু যখন এটি কথা বলবে, তখন এটি ড্রাগনের আত্মা প্রকাশ করবে। আমাদের সাধ্যে যতটুকু আছে তা করে এই হুমকিস্বরূপ বিপদ এড়ানো আমাদের কর্তব্য। জনগণের সামনে নিজেদের যথার্থ আলোতে উপস্থাপন করে আমাদের পূর্বাগ্রহ নিরসন করার চেষ্টা করা উচিত। আমরা তাদের সামনে প্রকৃত ইস্যুটি তুলে ধরব, এভাবে বিবেকের স্বাধীনতা সীমিত করার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিবাদ নিবেদন করব। আমাদের শাস্ত্রসমূহ অনুসন্ধান করা উচিত এবং আমাদের বিশ্বাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হওয়া উচিত। নবী বলেছেন: 'দুষ্টেরা দুষ্টতাই করবে; এবং দুষ্টদের কেউই বুঝবে না; কিন্তু জ্ঞানীরা বুঝবে।'" টেস্টিমোনিস, খণ্ড ৫, ৪৫২।

রবিবারের আইনপ্রণয়নের আন্দোলনকে চিহ্নিত করা কঠিন, কারণ এটি "অন্ধকারে" এগিয়ে চলছে, এবং পোপতন্ত্র "গোপনে ও কারও টেরে না দিয়ে" "নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার শক্তিকে সুদৃঢ় করছে।" এটি সত্য যে অন্ধকারে রবিবারের আইন প্রণয়নের কাজটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের পরীক্ষার প্রক্রিয়ার একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। দানিয়েল ও সিস্টার হোয়াইটের মতে, "দুষ্টদের কেউই বুঝবে না।" দানিয়েলে "দুষ্ট"রা মথির "মূর্খ কুমারীরা", যাদের সিস্টার হোয়াইট "লাওদিকিয়াবাসী" হিসেবে চিহ্নিত করেন। আমাদের চারপাশের ইতিহাস ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে বিরোধী বলে মনে হলেও, জ্ঞানীরা এখন যে ঘটনাগুলি ঘটছে তা বুঝবে। আমরা কি ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করি, না আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তাতে? তবুও আমাদের পূর্বেই সতর্ক করা হয়েছে যে, শেষটা নোয়ের দিনের মতো হবে।

> বিশ্ব, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অধার্মিক ভোগ-বিলাসে পরিপূর্ণ, ঘুমিয়ে আছে—জাগতিক নিশ্চিন্ততার ঘুমে। মানুষ প্রভুর আগমনকে দূর ভবিষ্যতে ঠেলে দিচ্ছে। তারা সতর্কবাণীকে উপহাস করে। দম্ভভরে বলা হয়, 'আদিকাল থেকে সবকিছু যেমন ছিল তেমনি চলছে।' 'আগামীকালও আজকের মতোই হবে, আরও অনেক বেশি প্রাচুর্যসহ।' 2 পিতর 3:4; যিশাইয় 56:12। আমরা ভোগ-বিলাসে আরও গভীরে নিমগ্ন হব। কিন্তু খ্রিস্ট বলেন, 'দেখ, আমি চোরের মতো আসছি।' প্রকাশিত বাক্য 16:15। ঠিক যখন বিশ্ব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, 'তাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি কোথায়?' তখনই লক্ষণগুলো পূর্ণ হচ্ছে। তারা যখন বলে, 'শান্তি ও নিরাপত্তা,' হঠাৎ ধ্বংস এসে পড়ে। যখন ঠাট্টাকারী, সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী, উদ্ধত হয়ে ওঠে; যখন নানা অর্থোপার্জনের ধারায় কাজের রুটিন নীতির তোয়াক্কা না করে চলতে থাকে; যখন ছাত্র সবকিছুর জ্ঞান আগ্রহভরে খোঁজে, কিন্তু তার বাইবেল বাদ দিয়ে— তখন খ্রিস্ট চোরের মতো এসে পড়েন।
>
> পৃথিবীর সর্বত্রই অস্থিরতা। সময়ের লক্ষণগুলো অশুভ। আসন্ন ঘটনাগুলো আগভোগেই তাদের ছায়া ফেলছে। ঈশ্বরের আত্মা পৃথিবী থেকে সরে যাচ্ছেন, আর সমুদ্র ও স্থলে একের পর এক বিপির্যয় ঘটছে। ঝড়, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, আর সব স্তরের হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে। ভবিষ্যৎ কে পড়তে পারে? নিরাপত্তা কোথায়? মানবীয় বা পার্থিব কোনো কিছুতেই নিশ্চয়তা নেই। মানুষ দ্রুতই নিজেদের বেছে নেওয়া পতাকার নিচে সারিবদ্ধ হচ্ছে। অস্থিরভাবে তারা তাদের নেতাদের পদক্ষেপের দিকে নজর রাখছে ও অপেক্ষা করছে। এমন অনেকে আছে যারা আমাদের প্রভুর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছে, নজর রাখছে এবং কাজ করছে। আরেক শ্রেণি প্রথম মহান ধর্মত্যাগীর সেনানায়কত্বের অধীনে সারিতে দাঁড়াচ্ছে। হৃদয় ও প্রাণ দিয়ে খুব কম লোকই বিশ্বাস করে যে এড়িয়ে চলার মতো নরক এবং জয় করার মতো স্বর্গ আমাদের সামনে আছে।
>
> সংকটটি ধীরে ধীরে চুপিসারে আমাদের ওপর নেমে আসছে। সূর্য আকাশে তার স্বাভাবিক পথ ধরে আলো ছড়িয়ে চলছে, আর আকাশ এখনও ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করছে। মানুষ এখনো খাচ্ছে-দাচ্ছে, বপন ও নির্মাণ করছে, বিয়ে করছে এবং বিয়ে দিচ্ছে। বণিকেরা এখনও ক্রয়-বিক্রয় করছে। মানুষ একে অপরকে ধাক্কা দিচ্ছে, সর্বোচ্চ স্থান দখলের জন্য লড়ছে। ভোগবিলাসী লোকেরা এখনও থিয়েটার, ঘোড়দৌড়, জুয়ার আড্ডায় ভিড় করছে। চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে, তবু অনুগ্রহের সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে, এবং প্রত্যেকের পরিণতি চিরতরে নির্ধারিত হতে চলেছে। শয়তান বুঝতে পারছে যে তার সময় অল্প। মানুষ যেন প্রতারিত, বিভ্রান্ত, ব্যস্ত ও মোহাবিষ্ট থাকে—অনুগ্রহের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং করুণার দরজা চিরতরে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত—এই উদ্দেশ্যে সে তার সব শক্তি ও মাধ্যম কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।

> শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে জলপাই পর্বত থেকে আমাদের প্রভুর সতর্কবাণীর কথা গুরুগম্ভীরভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে আসে: 'নিজেদের ব্যাপারে সাবধান থেকো, যেন কোনো সময় তোমাদের হৃদয় অতিভোজন, মদ্যপান, এবং এ জীবনের দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত না হয়, আর যাতে সেই দিন তোমাদের ওপর অপ্রত্যাশিতভাবে এসে না পড়ে।' 'সুতরাং জাগ্রত থেকো এবং সর্বদা প্রার্থনা করো, যাতে তোমরা যা কিছু ঘটতে চলেছে সেগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হও, এবং মনুষ্যপুত্রের সামনে দাঁড়াতে পারো।' Desire of Ages, 635, 636.

যিশাইয়ার তেইশতম অধ্যায়ে জিদোন হলো যুক্তরাষ্ট্র এবং টাইর হলো পোপতন্ত্র। টাইর ও জিদোন ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত প্রাচীন যুগের সমসাময়িক ফিনিশীয় নগর ছিল। প্রাচীন বিশ্বে তারা সমুদ্রবাণিজ্য, ঐশ্বর্য ও প্রভাবের জন্য পরিচিত ছিল। উক্ত অংশে জিদোন ও তার "বণিকরা" তারশীশকে সরবরাহ করত। জিদোনের বণিকরা "শিহোরের বীজ"—যা "একটি নদীর ফসল," অর্থাৎ "নদীর ফল"—এর বাণিজ্য করত, এবং সেটাই ছিল "তার আয়," কারণ সে "জাতিসমূহের বাজার"। সব নবীই পৃথিবীর শেষ সম্পর্কে কথা বলেন, তাহলে পৃথিবীর শেষকালে "জাতিসমূহের বাজার" কে? সেটি হলো যুক্তরাষ্ট্র।

শিহোর মিসরের একটি নদী (সম্ভবত নীলনদের বদ্বীপ) এবং এটি পৃথিবীর ধন-সম্পদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কারণ মিসরই পৃথিবী। সিদোনের "কুমারী কন্যা" যুক্তরাষ্ট্রের শেষ প্রজন্মকে উপস্থাপন করে, এবং রবিবারের আইনের সাথে থাকা সামরিক আইন ও তার পরপরই আসা জাতীয় ধ্বংসের দ্বারা সে নিপীড়িত হয়। সিদোনের সেই কুমারীরা টাইর সম্বন্ধে করা প্রশ্নের দ্বারা ভর্ত্সিত হয়, যেখানে বলা হয়, "এ কি তোমাদের আনন্দের নগর" (রাজ্য), যাতে যুক্তরাষ্ট্র আনন্দ করেছিল? "এটি কি সেই রাজ্য 'যার প্রাচীনত্ব প্রাচীন দিনের,' যখন উক্ত অংশ অনুযায়ী প্লাবনের ঠিক পরেই নিম্রোদ এটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিল?"

ঈশ্বর স্থির করেছেন এবং ‘উদ্দেশ্য করেছেন’ ‘মুকুটধারী নগরী’ ‘টাইর’-কে শাস্তি দিতে। পোপতন্ত্রের শাস্তির মধ্যে রয়েছে বিশ্বের আর্থিক কাঠামোর ধস, কারণ ‘প্রভু দিয়েছেন’ ‘বিরুদ্ধে একটি আজ্ঞা’ ‘সিদোন’—‘বণিক নগরী’ (যুক্তরাষ্ট্র)—এর। তাঁর আজ্ঞা ‘দৃঢ় দুর্গসমূহ ধ্বংস করতে’, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, হলো বিশ্রামদিনের আজ্ঞা, কারণ জাতীয় ধর্মত্যাগের পর জাতীয় সর্বনাশ আসে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ধ্বংস হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক পতনের মাধ্যমে পোপতন্ত্রের শাস্তি শুরু হয়। জিদোনের অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি “বাড়ি” রয়েছে, যা ধ্বংসপ্রাপ্ত এক আর্থিক কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ সেখানে আর প্রবেশ করা যায় না। সেই “বাড়ি” থেকে আর কোনো বিনিয়োগ বা মুনাফা নেই, কারণ সেটি ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংসটি ঘটে রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার সময়, যদিও রবিবারের আইনের আগে থেকেই শাস্তিগুলো ক্রমে বাড়ছিল। যখন পতন আঘাত হানবে, তখন পোপতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্র তার বণিক রাজা ও সম্মানিত ব্যবসায়ীদেরসহ, এবং তারশিশের জাহাজগুলো “হাহাকার করবে।”

উক্ত অংশে 'তারশীশ'-এর অবস্থান প্রাচীন যুগের ঐশ্বর্যের সঙ্গে যুক্ত, এবং বাইবেলে 'তারশীশের জাহাজ' অর্থনৈতিক শক্তির অগ্রগণ্য প্রতীক।

> কারণ রাজার জাহাজগুলি হুরামের দাসদের সঙ্গে তারশীশে যেতে; প্রতি তিন বছরে একবার তারশীশের জাহাজগুলি স্বর্ণ, রূপা, হাতিদাঁত, বানর এবং মযূর নিয়ে আসত। আর ধন-সম্পদ

> ও প্রজ্ঞায় রাজা সোলোমন পৃথিবীর সকল রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ২ বংশাবলী ৯:২১, ২২।

জাহাজ অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক, এবং বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে তার্শীশকে প্রধান অর্থনৈতিক জাহাজ হিসেবে দেখানো হয়েছে। তার্শীশের শেষ প্রজন্ম, যা 'তার্শীশের কন্যা' দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, তাকে বলা হয়, 'নদীর মতো তোমার দেশে অতিক্রম কর'; আর সে দেখে যে তার দেশে 'আর কোনো শক্তি নেই', এবং সে আর টাইরের রাজ্য নিয়ে 'উল্লাস' করতে পারে না। যে শক্তি তারা খুঁজছিল, তা ছিল সিদোনের পূর্বের অর্থনৈতিক শক্তি, কিন্তু তা আর ছিল না, কারণ সমুদ্র বলছে, "আমি প্রসব বেদনা পাই না, সন্তান জন্ম দিই না, যুবকদের লালন করি না, কুমারীদের বড় করে তুলি না"; এভাবে সমুদ্রের শেষ প্রজন্মকে চিহ্নিত করা হয়—যারা হলো বিশ্বের মানুষ, যারা বিশ্বের অর্থনীতির ধ্বংস নিয়ে বিলাপ করছে; এবং তখনই পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারে যে তারা পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ প্রজন্ম, আর চিরন্তন জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তখন খুব দেরি হয়ে গেছে।

> "যখন শাশ্বত দৃশ্যপটের বাস্তবতা মানুষের ইন্দ্রিয়ের কাছে উন্মোচিত হবে, তখন টাকার মূল্য খুব শিগগিরই হঠাৎ করেই অবমূল্যায়িত হবে।" Evangelism, 62.

অনুচ্ছেদে এমন দুটি "সংবাদ" বা বার্তা রয়েছে যা সেখানে উল্লিখিত সবার কাছে বেদনা সৃষ্টি করে। প্রথম "সংবাদ" মিশর সম্বন্ধে, এবং দ্বিতীয় "সংবাদ" হলো সোর। মিশরের সংবাদটি অতীতকালে উল্লেখিত, কারণ ইশাইয়া বলেন, "মিশর সম্বন্ধে সংবাদে যেমন," এতে বোঝা যায় যে ঈশ্বর সিদোন (যুক্তরাষ্ট্র) ধ্বংস করার আগে মিশরের সঙ্গে কিছু করেছিলেন। ঈশ্বর মিশরের প্রতি যা করেছিলেন—যা মিশরের "সংবাদ"কেই নির্দেশ করে—তা হলো, তিনি মিশরকে ধ্বংস করেছিলেন, যখন ঈশ্বর প্রথমবার এক নির্বাচিত জাতির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, তার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে। এই দুই "সংবাদ" একই "সংবাদ"। মিশরের সংবাদটি শুরু, আর সোরের সংবাদটি সমাপ্তি। আলফা এবং ওমেগা শেষ কালে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সঙ্গে হওয়া চুক্তিকে সেই বিষয়ের প্রারম্ভিক ইতিহাস দিয়ে উদাহরণস্বরূপ দেখিয়েছেন। মিশর সম্বন্ধীয় "সংবাদ" হলো লোহিত সাগরের মুক্তি, যখন ফারাও ও তার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়েছিল; যা ঈশ্বরের লোকদের চূড়ান্ত মুক্তির প্রতিরূপ। এই "সংবাদ"ই হলো "সোরের ভার"।

বাইবেলে যে শক্তিকে তার্শীশের জাহাজ ধ্বংসকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটি হলো ইসলাম। ইসলামের বিষয়টি পরে তুলে ধরা হবে, তাই আমরা বিষয়টি পরবর্তীতে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। উক্ত অংশে এটিকে "চিত্তিম" নামে দেখানো হয়েছে, যা সাইপ্রাসের একটি প্রাচীন নাম; এবং সেখানে বলা হয়েছে যে সিদোন ও টাইরের ধ্বংস "চিত্তিম" থেকে প্রকাশিত হয়। ইসলামের প্রতীকে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বংসের একটি অত্যন্ত নির্দিষ্ট চিত্রায়ণ রয়েছে।

ইশাইয়াহ গ্রন্থে উল্লেখিত দিন ও বছরগুলো অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো প্রায়ই পরবর্তী অংশের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালকে শনাক্ত করে। ইশাইয়াহর তেইশ অধ্যায়টি বাইশ অধ্যায়ে 'দর্শনের উপত্যকা'র 'burden'-এর পরেই আসে; তারও আগে আছে একুশ অধ্যায়, যেখানে তিনটি 'burden' রয়েছে—এবং এই তিনটিই ইসলামকে চিহ্নিত করে। একুশ অধ্যায়েরও আগে, অর্থাৎ বিশ অধ্যায়ের প্রথম পদে, ভাববাদী ইতিহাসের প্রেক্ষাপট নির্ধারিত হয়েছে, যেখানে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত সর্বনাশসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

> যে বছরে তার্তান আশদোদে এলো (যখন অশূরের রাজা সারগন তাকে পাঠিয়েছিলেন), সে আশদোদ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং সেটি দখল করল। ইশাইয়া ২০:১।

শব্দটি "টার্তান" একটি নাম হতে পারে, অথবা অধিক সম্ভাবনা এটি কোনো সামরিক নেতার উপাধি। টার্তান মিশরের একটি নগর আশদোদে এসে সেটি দখল করেছিল—ইতিহাসের সেই সময়ে যখন আসিরীয়রা ক্রমে বিশ্বকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিচ্ছিল। আসিরিয়া বাবিলনের প্রতিরূপ ছিল। আসিরিয়া ও বাবিলন উভয়ই উত্তর থেকে আগত রাজ্য, যাদেরকে "সিংহ" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, যারা ঈশ্বরের ভেড়াদের "ছত্রভঙ্গ" করেছিল, এবং উভয়েই একই শাস্তি পায়। আসিরিয়া প্রথম, বাবিলন শেষে।

> ইস্রায়েল একটি বিক্ষিপ্ত ভেড়া; সিংহেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে: প্রথমে আশূরের রাজা তাকে গ্রাস করেছে; আর শেষে বাবিলের রাজা নেবূখদনেজর তার অস্থিগুলো ভেঙে দিয়েছে। অতএব সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এইরূপ বলেন: দেখ, আমি বাবিলের রাজা ও তার দেশকে শাস্তি দিবে, যেমন আমি আশূরের রাজাকে শাস্তি দিয়েছি। যিরমিয় ৫০:১৭, ১৮।

ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তারা উভয়েই "অহংকারী আসিরীয়।"

> যখন দাম্ভিক অশূরীয় সেন্নাখেরিব ঈশ্বরকে তিরস্কার ও নিন্দা করল, এবং ইস্রায়েলকে বিনাশের হুমকি দিল, তখন ‘সেই রাত্রে এমন হল যে, সদাপ্রভুর দূত বেরিয়ে গিয়ে অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার লোককে বধ করল।’ সেন্নাখেরিবের সৈন্যবাহিনী থেকে ‘সকল পরাক্রমশালী বীর, এবং নেতারা ও অধিনায়কেরা’ নিধন হল। ‘অতএব সে লজ্জিত মুখে নিজের দেশে ফিরে গেল।’ [২ রাজাবলি ১৯:৩৫; ২ বংশাবলি ৩২:২১।] দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৫১২।

যে ‘বছরে’ ‘তার্তান আশদোদে এলো’ এবং ‘তা দখল করল’, সেই বছরটি দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের শেষে ছয়টি পদের মতো করে চিত্রিত পোপীয় ক্ষমতার দ্বারা পৃথিবীর ক্রমাগত জয়কে উপস্থাপন করে। রবিবারের আইন-সংকটের ইতিহাস—যা তদন্তমূলক বিচারের ‘শেষ দিনসমূহ’ এবং যা সরাসরি কার্যনির্বাহী বিচারে (শেষ সাতটি প্লেগে) প্রবেশ করায়—তাই হলো সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, যা ‘বছর’ দ্বারা উপস্থাপিত, যখন তার্তান আশদোদে এসেছিল। ঐ ইতিহাসের প্রেক্ষাপট স্থাপনের পর যিশাইয় তারপর ইসলামের বিষয়ে তিনটি সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণী, লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিজম সম্পর্কে একটি, এবং এরপর টাইরের ‘ভার’ প্রদান করেন। চব্বিশতম অধ্যায় শেষ সাতটি প্লেগের ক্লাসিক উদাহরণগুলোর একটি; তার পরে আসে পঁচিশতম অধ্যায়, যা ঈশ্বরের লোকদের চূড়ান্ত মুক্তিকে উপস্থাপন করে, যেখানে আমরা দেখি মহা ক্লেশকালে ঈশ্বরের লোকেরা সর্বাধিক পরিচিত উক্তিগুলোর একটি উচ্চারণ করছেন।

> সেই দিনে বলা হবে, দেখ, এই আমাদের ঈশ্বর; আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি, আর তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন। এই হল সদাপ্রভু; আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি; আমরা আনন্দিত হব এবং তাঁর পরিত্রাণে উল্লসিত হব। ইশাইয়া ২৫:৯।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হল সেই বুদ্ধিমতী কুমারীরা, যারা তাদের প্রভুর বিবাহ-অনুষ্ঠানে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল, যদিও তিনি দশ কুমারীর উপমার সাথে সঙ্গতি রেখে বিলম্ব করছিলেন। তারা লাওদিকিয়াবাসী নয়, তারা ফিলাদেলফিয়াবাসী। এ পর্যন্ত এই প্রবন্ধটি প্রেক্ষাপট স্থাপন করছিল।

১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন পোপকে বন্দী করে সেই ভবিষ্যদ্বাণীকৃত মরণঘাতী আঘাতটি হানেন, যা প্রকাশিত বাক্য ১৩ অনুযায়ী পৃথিবীর অন্তে আরোগ্য লাভ করবে। সে সময় দানিয়েল ২, ৭, ৮ ও ১১ এবং প্রকাশিত বাক্য ১২, ১৩, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে তার স্থান গ্রহণ করে। সেই সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান শৃঙ্গ এবং প্রোটেস্ট্যান্ট শৃঙ্গ (অ্যাডভেন্টিবাদ) উভয়েই পোপতন্ত্রের পরিচয় ভুলে গেছে। ১৭৯৮ সাল ছিল সেই প্রথম বছর, যখন বিশ্বের অন্যান্য জাতিসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, এবং সেই বছরই ইতিহাসে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা এসেছে।

তখনকার প্রোটেস্ট্যান্টদের "মটো" ছিল, "বাইবেল এবং শুধুই বাইবেল।" প্রোটেস্ট্যান্টরা নিজেদেরকে কেবল বাইবেলের রক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করে, এবং দ্বিতীয় দূতের আগমনে অ্যাডভেন্টবাদ যখন তাদের দায়ভার গ্রহণ করল, তারা সেই "মটো" গ্রহণ করল এবং পরে "গ্রন্থের মানুষ" নামে পরিচিত হলো। উইলিয়াম মিলারের সাবোকার্যের মাধ্যমে তাদের এমন একগুচ্ছ নিয়ম দেওয়া হয়েছিল, যা সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে, যারা শুনতে ইচ্ছুক তাদের সকলের উপলব্ধির জন্য বাইবেলকে উন্মুক্ত করবে। "ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার মিলারের নিয়মাবলি"—অনুপ্রেরণা বলছে, তৃতীয় দূতের বার্তা দিতে হলে আমাদের এগুলোই অধ্যয়ন করতে হবে।

> খ্রিস্ট বললেন, 'যে কেউ আমার পশ্চাতে আসতে চায়, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, নিজের ক্রুশ তুলে নিক, এবং আমাকে অনুসরণ করুক।' তিনি আবার বললেন, 'আমি জগতের আলো; যে আমাকে অনুসরণ করে সে অন্ধকারে চলবে না।' সত্যের আলো জ্বলন্ত প্রদীপের মতো অগ্রসর হচ্ছে, এবং যারা আলোকে ভালোবাসে তারা অন্ধকারে চলবে না। তারা পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে, যাতে তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে তারা সত্য মেষপালকের কণ্ঠস্বরই শুনছে, অপরিচিতের নয়।
>
> যাঁরা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা প্রচারে নিয়োজিত, তাঁরা ফাদার মিলার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, সেই একই পদ্ধতিতে পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করছেন। Views of the Prophecies and Prophetic Chronology নামে ছোট বইটিতে, ফাদার মিলার বাইবেল অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যার জন্য নিম্নলিখিত সহজ কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলি দিয়েছেন:
>
> '১. বাইবেলে উপস্থাপিত বিষয়ের সঙ্গে প্রতিটি শব্দের যথাযথ সম্পর্ক থাকতে হবে; ২. সমগ্র শাস্ত্রই প্রয়োজনীয়, এবং অধ্যবসায়ী অনুশীলন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে তা বোঝা যেতে পারে; ৩. শাস্ত্রে যা প্রকাশিত, তা তাঁদের কাছ থেকে লুকোনো থাকতে পারে না বা থাকবে না—যারা বিশ্বাসে, দ্বিধাহীনভাবে, প্রার্থনা করে; ৪. শিক্ষাকে বুঝতে, আপনি যে বিষয়টি জানতে চান সে বিষয়ে সমস্ত শাস্ত্রবচন একত্র করুন, তারপর প্রতিটি শব্দকে তার যথাযথ প্রভাব ফলেতে দিন; এবং আপনি যদি কোনো বিরোধ ছাড়াই আপনার তত্ত্ব গঠন করতে পারেন, তবে আপনি ভুল হতে পারেন না; ৫. শাস্ত্রকে নিজেই নিজের ব্যাখ্যাকার হতে হবে, কারণ এটি নিজেই নিজের মানদণ্ড। যদি আমি আমাকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোনো শিক্ষকের ওপর নির্ভর করি, এবং তিনি তার অর্থ অনুমান করেন, অথবা তাঁর সম্প্রদায়গত মতবাদের খাতিরে এটিকে তেমনভাবেই চান, অথবা জ্ঞানী বলে বিবেচিত হতে চান, তবে তাঁর সেই অনুমান, বাসনা, মতবাদ বা প্রজ্ঞাই আমার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়, বাইবেল নয়।'

উপরোক্তটি এই নিয়মসমূহের একটি অংশমাত্র; এবং বাইবেল অধ্যয়নে উপস্থাপিত নীতিগুলির প্রতি মনোযোগী হওয়া আমাদের সবার পক্ষেই কল্যাণকর হবে।

সত্যিকারের বিশ্বাস পবিত্র শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শয়তান শাস্ত্রকে বিকৃত করতে এবং ভ্রান্তি ঢোকাতে এত রকম কৌশল ব্যবহার করে যে, শাস্ত্র আসলে কী শিক্ষা দেয় তা জানতে হলে অত্যন্ত সতর্কতা প্রয়োজন। এই সময়ের বড় ভ্রান্তিগুলোর একটি হলো অনুভূতির ওপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া, এবং অনুভূতির সঙ্গে না মেলায় ঈশ্বরের বাক্যের স্পষ্ট বাণীকে উপেক্ষা করতে সততার দাবি তোলা। অনেকের বিশ্বাসের ভিত্তি আবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের ধর্ম উত্তেজনাতেই সীমাবদ্ধ; তা থেমে গেলে তাদের বিশ্বাসও লুপ্ত হয়। অনুভূতি ভুল হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যই গম। আর নবী বলেন, 'ভুষির সঙ্গে গমের তুলনা কী?'

যারা কখনো আলো ও জ্ঞান পায়নি এবং পেতেও পারেনি, সেই আলো ও জ্ঞান অমান্য করার জন্য কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করা হবে না। কিন্তু অনেকে বিশ্বের মানদণ্ডের সঙ্গে নিজেকে মানাতে চাওয়ার কারণে খ্রিষ্টের দূতেরা তাদের সামনে যে সত্য উপস্থাপন করেন, তা মানতে অস্বীকার করে; এবং যে সত্য তাদের বোধে পৌঁছেছে, যে আলো তাদের আত্মায় উদ্ভাসিত হয়েছে, তা বিচারে তাদের দোষী করবে। এই অন্তিম দিনগুলোতে আমাদের কাছে যুগে যুগে জ্বলে ওঠা সঞ্চিত আলো রয়েছে, এবং সে অনুপাতে আমাদের দায়বদ্ধ ধরা হবে। পবিত্রতার পথ বিশ্বের সমতলে নয়; এটি একটি উঁচু করে তোলা পথ। আমরা যদি এই পথে চলি, যদি প্রভুর আজ্ঞাগুলোর পথে ধাবিত হই, তবে আমরা দেখব যে 'ন্যায়বানদের পথ জ্বলজ্বলে আলোর মতো, যা পরিপূর্ণ দিবস পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে আরও উজ্জ্বল হয়।' রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২৫ নভেম্বর, ১৮৮৪।

আপনি উইলিয়াম মিলারের নিয়মাবলি সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে পড়তে পারেন 'ভাববাদী চাবিকাঠি' বিভাগে 'উইলিয়াম মিলার' শিরোনামের প্রবন্ধে।

বাইবেল অধ্যয়নে আমরা সকলেই 'ফাদার মিলার'-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নিয়মাবলীতে উপস্থাপিত নীতিগুলি মেনে চলতে মঙ্গল হবে। প্রোটেস্ট্যান্টবাদের শিকে যাকে আমরা বাইবেল বলি সেই পবিত্র গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল, এবং তাতে নিহিত নীতিসমূহ রক্ষা ও প্রচারের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল; এবং ওই প্রোটেস্ট্যান্ট শিকে পবিত্র গ্রন্থাবলির অর্থ ও অভিপ্রায় সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য এক সেট নিয়মও দেওয়া হয়েছিল।

প্রজাতন্ত্রবাদের শিঁড়াকে আমরা যাকে সংবিধান বলি, সেই পবিত্র দলিল প্রদান করা হয়েছিল, এবং সেখানে নিহিত নীতিসমূহ রক্ষা ও প্রচারের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছিল। প্রজাতন্ত্রবাদের ওই শিঁড়াকে ঐ পবিত্র দলিলের অর্থ ও অভিপ্রায় সঠিকভাবে ব্যাখ্যা ও নির্ধারণ করার জন্য একগুচ্ছ নিয়মও দেওয়া হয়েছিল। সংবিধানকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যে নিয়মাবলি দেওয়া হয়েছে, তার নাম বলি অব রাইটস; এবং এতে বলি অব রাইটসের প্রথম বিধানেই সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট রয়েছে। বলি অব রাইটসে অন্তর্ভুক্ত প্রথম সংশোধনী হলো ধর্মের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা।

"কংগ্রেস ধর্ম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়ন করবে না, বা ধর্মের অবাধ চর্চা নিষিদ্ধ করবে না; কিংবা বাকস্বাধীনতা বা প্রেসের স্বাধীনতা খর্ব করবে না; অথবা জনগণের শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়া এবং অভিযোগের প্রতিকার চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান,

প্রথম সংশোধনী

রবিবারের আইন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর ওপর একটি প্রকাশ্য আক্রমণ, যা ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে; আর সেই রবিবারের আইনে সেটিই বলিপ্ত হয়, ফলে সংবিধানের সমাপ্তি, বাইবেলের ভাববাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সমাপ্তি, এবং তখন যারা উচ্চ স্বরে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা ঘোষণা করছে তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের সূচনা চিহ্নিত হয়। তৃতীয় স্বর্গদূতের উচ্চ আহ্বান ঘোষণা করছে এবং প্রথম সংশোধনী ও সংবিধান ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে যারা—তাদেরই নির্যাতন করে তারা, যাদের পবিত্র বিধানাবলি রক্ষা ও প্রয়োগ করার কথা ছিল; ঐ বিধানাবলিই সেই পবিত্র দলিলকে রক্ষা করে, যেটি রক্ষা করার জন্য তাদের নিয়োজিত করা হয়েছিল। এটি মিশেশাবকের ন্যায় পৃথিবী-উদ্ভূত জন্তুর দুই শিঙের সমান্তরাল ইতিহাসসমূহ বোঝা ও প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত। সংবিধানের প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষরা ফাদার মিলারের সমান্তরাল। মিলারের ক্ষেত্রে 'ফাদার' শব্দটি একজন নেতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, কোনো পোপীয় যাজক বোঝাতে নয়। যারা নিজেদের আত্মিক পথপ্রদর্শক বলে, তাদের 'পিতা' বলে সম্বোধন করতে বাইবেল নিষেধ করে। মিলারীয়রা তাদের 'পিতা'র নামানুসারে পরিচিত, যেমনটি প্রায়ই দেখা যায়। এই পার্থক্যটি ধরতে না পারা মানে এলিয়াহ বার্তার অর্থের কিছু অংশ হারিয়ে ফেলা, যখন তা পিতাদের হৃদয় সন্তানদের দিকে এবং সন্তানদের হৃদয় পিতাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়।

ইশাইয়ার তেইশ অধ্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র হলো বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য, এবং দ্রুত ঘনিয়ে আসা রবিবারের আইনের সময় তার সংবিধান উল্টে দেওয়া পর্যন্ত তা এভাবেই থাকে। ষষ্ঠ রাজ্য সত্তর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বছর ধরে শাসন করে, যা এক রাজা'র দিনসমূহ। যে রাজ্য (রাজা মানে একটি রাজ্য) সত্তর বছর শাসন করেছিল, সেটি ছিল বাবিলন। সেই সত্তর বছরে রাষ্ট্রের শিং ছিল বাবিলনের সরকার এবং গির্জার শিং ছিল খালদীয়রা। দানিয়েল, শদ্রক, মেশাক ও আবেদনগো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতিনিধিত্ব করেন। দানিয়েলের সাক্ষ্যে উভয় শিং এবং ঈশ্বরের জনগণই প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে। বাবিলনে সত্তর বছরের বন্দিত্ব ছিল 'এক রাজা'র দিনসমূহ; ইশাইয়া এই ধারণা ব্যবহার করেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাববাদী ইতিহাস এবং অ্যাডভেন্টবাদের ইতিহাসকে ১৭৯৮ সাল থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত চিহ্নিত করতে।

যুক্তরাষ্ট্রের উভয় শিংয়ের জন্য যে ভাববাদী ইতিহাসের ধারা রয়েছে, তা চিহ্নিত করতে পারলে আমরা শেষ ও শুরুকে বিবেচনায় আনতে পারি; এবং দুটি শিং-ই সাক্ষীর ভূমিকায় থেকে একটির বৈশিষ্ট্য অন্যটির মাধ্যমে শনাক্ত করতে সহায়তা করে। শেষে পর্যন্ত, শিংগুলো একই ছিল। দানিয়েলে শিং ছিল—কিছু ভেঙে গিয়েছিল, আবার ভাঙা শিং থেকে শিং গজিয়েছিল। দানিয়েলের কিছু শিং পরস্পরের সমান আকারের ছিল না; কিছু আবার অন্যগুলোর পরে উঠে এসেছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দুই শিংয়ের ক্ষেত্রে তা নয়। এই দুই শিং একই ইতিহাস জুড়ে পরস্পরের সমান্তরালে চলে এবং একই মাইলফলক চিহ্নিত করে, যদিও উদ্দেশ্যের বিচারে তারা একে অন্যের থেকে ভিন্ন। তবে এই ইতিহাসের মধ্যেও কিছু শর্তসাপেক্ষ দিক রয়েছে, যা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাডভেন্টিজমের সূচনায় ফিলাডেলফিয়ার গির্জা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস থেকে লাওদিকিয়ার গির্জার দিকে একটি পরিবর্তন ঘটেছিল। অতএব শেষ সময়ে লাওদিকিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস থেকেও একটি পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। যিশু খ্রিষ্টের প্রকাশে এই বোঝাপড়ার আলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এবং এটি এই সময়ে যা উন্মোচিত হচ্ছে তার একটি অংশ।

এবং "সত্তর বছর শেষে হওয়ার পর" পোপ "গাইবেন" এবং "ভুলে যাওয়া" "বেশ্যাকে" স্মরণ করা হবে। তাকে "স্মরণ" করা হয় রবিবারের আইনে, যেখানে প্রশ্নটি সূর্যের উপাসনা, অথবা ঈশ্বরের আইন মানবজাতিকে যে দিনটি "স্মরণ" করতে বলছে, সেই⊟ ℴ উপাসনার মধ্যে।

এই প্রবন্ধে আমরা দেখিয়েছি যে বাবিলনের সত্তর বছরের শাসনের ইতিহাস ১৭৯৮ সাল থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসকে প্রতীকায়িত করে। একটি পূর্ববর্তী প্রবন্ধে এবং প্রায়ই হবক্কূকের সারণিসমূহে আমরা নির্দেশ করেছি যে মিশরে বন্দিত্ব এবং সেখান থেকে মুক্তিও যুক্তরাষ্ট্র ও ঈশ্বরের জনগণের ইতিহাসকে প্রতীকায়িত করে। বাবিলন, মিশর, অ্যাডভেন্টিবাদ এবং যুক্তরাষ্ট্র—এই চারটি ইতিহাস এই রেখাগুলোর ওপর আরোপ করার মতো একমাত্র রেখা নয়; কিন্তু যখন আমরা প্রথম উল্লেখের নিয়মটি এই চারটি রেখায় প্রয়োগ করি, তখন ফলাফল সত্যিই বিস্ময়কর। আমি এই প্রবন্ধটি শেষ করব আমার বক্তব্য বোঝাতে একটি সহজ ও আংশিক উদাহরণ দিয়ে, এবং পরে কোনো সময়ে যখন আমরা যিশাইয়ার তেইশ অধ্যায়ের ইতিহাস আরও আলোচনা করব, তখন সেখান থেকে আমি অব্যাহত রাখব।

বাবিলের ইতিহাসের শুরুতে আছে এক ধর্মান্তরিত রাজা, আর শেষে এক দুষ্ট রাজা। বাইডেন হোক বা ট্রাম্প—কিছু যায় আসে না, কারণ দানিয়েলের গ্রন্থ শিক্ষা দেয় যে শাসককে স্থাপন ও অপসারণ করেন ঈশ্বরই। রবিবারের আইনের সময় ডেমোক্র্যাট হোক বা রিপাবলিকান—যে-ই নেতা থাকুন না কেন, নিশ্চিত যে তিনি দুষ্ট নেতা হবেন। নেবুখাদনেজ্জারই ছিল বাবিল; তিনি ছিলেন বাবিলের স্বৈরাচারী, তিনি জন সৎ মানুষকে আগুনে নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দানিয়েলের ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছিলেন। শেষ নেতা বেলশাজারের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। তিনি ছিলেন দুষ্ট রাজা। ভবিষ্যদ্বাণীতে যুক্তরাষ্ট্রের সূচনা মেষশাবকরূপে—যা খ্রিস্ট ও মানবজাতির জন্য তাঁর আত্মত্যাগের প্রতীক। শেষে যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগনের মতো কথা বলবে। এই ইতিহাসরেখায় খ্রিস্ট থেকে শয়তানে পরিবর্তনটি নেবুখাদনেজ্জার ও বেলশাজারের পার্থক্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে।

> বেলশাসরকে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা ও তা পালন করার বহু সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সে দেখেছিল, তার পিতামহ নেবূখদ্নিজেরকে মানুষের সমাজ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। যে বুদ্ধিতে সেই অহংকারী সম্রাট গৌরব করতেন, তা যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই তা কেড়ে নিয়েছিলেন—এটিও সে দেখেছিল। সে দেখেছিল, রাজাকে তার রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো, এবং তাকে প্রান্তরের পশুদের সঙ্গী বানানো হলো। কিন্তু বেলশাসরের বিনোদনপ্রীতি ও আত্মমহিমা-লালসা সেই শিক্ষা মুছে দিয়েছিল, যা তার কখনোই ভুলে যাওয়ার কথা ছিল না; এবং সে এমনই পাপ করেছিল, যেগুলোর কারণে নেবূখদ্নিজেরের ওপর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নেমে এসেছিল। তাকে অনুগ্রহ করে যে সুযোগগুলো দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সে অপচয় করেছে; সত্যকে চিনে নিতে তার হাতের নাগালের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে সে অবহেলা করেছে। ‘উদ্ধার পেতে আমি কী করব?’—এই প্রশ্নটি সেই মহান কিন্তু মূর্খ রাজা উদাসীনভাবে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল। বাইবেল ইকো, ২৫ এপ্রিল, ১৮৯৮।

লক্ষ করুন, দুষ্ট বেলশাসরই ছিলেন সেই মূর্খ রাজা। তিনি তাঁর পিতা নেবূখদ্নিজোরের মতোই একই বিচার ভোগ করেছিলেন, কারণ উভয় বিচারই লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের ‘সাত বার’ হিসেবে বর্ণিত। নেবূখদ্নিজোর মাঠে জন্তুর মতো দুই হাজার পাঁচশো কুড়ি দিন বাস করেছিলেন, যা সাতটি বাইবেলীয় বছর; আর তাঁর পুত্র বেলশাসরের যে বিচার দেয়ালে লেখা

হয়েছিল, সেটিও তদ্রূপ দুই হাজার পাঁচশো কুড়ি প্রতিনিধিত্ব করেছিল। পার্থক্য ছিল এই যে, নেবুখদ্‌নেজারের বিরুদ্ধে সেই বিচার তাঁকে পরিবর্তিত করে জ্ঞানী রাজায় পরিণত করেছিল, কিন্তু বেলশাসরের বিচারটি পড়েছিল মূর্খ রাজার ওপর।

> "বাবিলনের শেষ শাসকের কাছে—যেমন প্রতীকরূপে তার প্রথমজনের কাছেও—ঈশ্বরীয় প্রহরীর এই ঘোষণা এসেছিল: 'হে রাজা, . . . তোমার প্রতি এই কথা বলা হয়েছে; রাজ্য তোমার কাছ থেকে চলে গেছে।' দানিয়েল ৪:৩১।" ভবিষ্যদ্বক্তারা ও রাজারা, 533.

শেষ প্রেসিডেন্টের জন্য দেয়ালে লেখা সতর্কবার্তাটি হলো সংবিধানের প্রথম সংশোধনী, যা চার্চ ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদের 'দেয়াল'কে চিহ্নিত করে—যা শেষের সেই মূর্খ রাজা বোঝে না। লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের 'সাতবার' হলো 'জনগণের ছত্রভঙ্গ', যা রবিবারের আইন প্রণীত হলে উত্তরের রাজা ঘটিয়ে দেবে। সেই ছত্রভঙ্গই রবিবারের আইনের পরবর্তী জাতীয় সর্বনাশ। ষষ্ঠ জাতি তাদের প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের শিক্ষা ভুলে গেলে, যাঁরা সংবিধান রচনা করেছিলেন শুধু একটি দুর্নীতিগ্রস্ত চার্চ থেকে নয়, সেই দুর্নীতিগ্রস্ত নারীর সঙ্গে সহবাস করা স্বৈরাচারী ইউরোপীয় রাজাদের থেকেও সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। প্রতিষ্ঠাতা পিতারা প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের, যারা পোপতন্ত্র ও ইউরোপের রাজাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; কারণ তাঁরা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানতেন—পোপতান্ত্রিক অন্ধকারের এক হাজার দুইশো ষাট বছরের ছত্রভঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে—এ ধরনের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সুরক্ষাই তাদের নতুন সংবিধানের কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে। তাঁরা জ্ঞানী পিতা ছিলেন, মেষশাবকের মতো কোমল; কিন্তু শেষের পিতার ক্ষেত্রে তা নয়, কারণ সে ড্রাগনের মতো কথা বলবে। পিতারা এক ছত্রভঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, আর পুত্র আবার এক ছত্রভঙ্গে ফিরে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই স্বৈরশাসক হলো প্রথম পোপতন্ত্র এবং শেষ পোপতন্ত্র।

প্রথম রাজা নেবুখদ্‌নেজার এবং শেষ রাজা বেলশাসরের ওপর যে বিচার এসেছিল, তার প্রতীক ছিল লেবীয় পুস্তক ২৬-এ বর্ণিত 'সাত সময়কাল' ধরে ছত্রভঙ্গ হওয়া। নেবুখদ্‌নেজার তা নিজের জীবনে ভোগ করেছিলেন, আর বেলশাসরের ক্ষেত্রে তার মৃত্যুর সেই রাতেই দেওয়ালে তা তার সমাধিলিপি হিসেবে লেখা হয়েছিল। শুরুর দিকে রিপাবলিকান শিঙের প্রতীক ছিল উত্তরের রাজার বন্ধন থেকে তার মুক্তি, আর শেষের দিকে রিপাবলিকান শিঙের প্রতীক হলো উত্তরের রাজার দ্বারা আনা বন্দিত্ব। রবিবারের আইনই হলো 'সেই রাত', যেদিন এটি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে মরে যায়। এই চারটি চিত্রণে—বেলশাসর, নেবুখদ্‌নেজার, এবং রিপাবলিকান শিঙের শুরু ও সমাপ্তি—সবক্ষেত্রেই লেবীয় পুস্তক ২৬-এর ২৫২০-ই শুরু ও শেষের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত। সেটিই আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষরকে নির্দেশ করে।

প্রথম যে "সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী" উইলিয়াম মিলার আবিষ্কার করেছিলেন, সেটি ছিল লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের "পঁচিশ-বিশ"। এটি ছিল সেই ভিত্তির প্রথম পাথর, যা যীশু মিলারের কাজের মাধ্যমে স্থাপন করেছিলেন। এটি ছিল সেই প্রথম ভিত্তিমূলক সত্যও, যেটি অ্যাডভেন্টিজিম ১৮৬৩ সালে পাশে সরিয়ে রেখেছিল। যখন মিলারের সত্যের সব পাথরগুলো ভিত্তিতে বসানো হয়েছিল, তখন সেই সত্যগুলো হাবাক্কূকের দুই ফলকে উপস্থাপিত হয়েছিল, যা ১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালের অগ্রদূত চার্ট। ঐ দুই ফলক ঈশ্বর ও তাঁর নামাঙ্কিত জনগণের মধ্যে চুক্তিগত সম্পর্ককে প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন দশ আজ্ঞার দুই ফলক প্রাচীন ইস্রায়েলের সঙ্গে সেই চুক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিজমের শেষ প্রান্তে, রবিবারের আইনের সময় যখন প্রভুর মুখ থেকে তা উগরে দেওয়া হবে, তখন দেয়ালে হাতের লেখাটি হবে সেই দুটি পবিত্র অগ্রদূতদের চার্ট। যে চার্টগুলো তারা পড়তে পারে না, কারণ তাদের ইতিহাসের শুরুতে যে সতর্কবার্তা ছিল, তার দ্বারা উপকৃত হতে তারা অস্বীকার করেছিল....

যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৩৭ সালের আর্থিক সংকট ছিল একটি জটিল ঘটনা, যা অর্থনৈতিক কারণ, নীতিমালা এবং জল্পনামূলক কার্যকলাপের সম্মিলিত প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল।

জল্পনামূলক বুদ্বুদ: ১৮৩৭ সালের পূর্ববর্তী বছরগুলোতে, জমি ও বিনিয়োগে জল্পনামূলক বুম দেখা দেয়, যা আংশিকভাবে দেশের পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণ দ্বারা চালিত ছিল। জমির ওপর জল্পনা, বিশেষ করে পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, জমির দাম ফুলিয়ে তোলে এবং মাত্রাতিরিক্ত ঋণগ্রহণের দিকে নিয়ে যায়।

সহজ ঋণ ও জল্পনামূলক ঋণদান: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই যথাযথ জামানত ছাড়াই বিপুল পরিমাণ ক্রেডিট ও ঋণ প্রদান করছিল। ঋণে এই সহজ প্রবেশাধিকার জল্পনামূলক উন্মাদনাকে উসকে দিয়েছিল এবং আর্থিক অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছিল।

ব্যাংকের অতি সম্প্রসারণ: ব্যাংকগুলো দ্রুত তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছিল এবং প্রায়ই তাদের কাছে সমর্থনের জন্য যে পরিমাণ ধাতব মুদ্রা (সোনা ও রূপা) ছিল, তার চেয়ে বেশি কাগুজে মুদ্রা (ব্যাংকনোট) জারি করত। "ওয়াইল্ডক্যাট ব্যাংকিং" নামে পরিচিত এই প্রথার ফলে প্রচলনে নিয়ন্ত্রণহীন ও অবিশ্বস্ত মুদ্রার অতিরিক্ত প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়েছিল।

জ্যাকসনের অর্থনৈতিক নীতিমালা: রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের নীতিগুলি সংকটকে তীব্রতর করতে ভূমিকা রেখেছিল। তিনি ১৮৩৬ সালে ‘স্পেসি সার্কুলার’ জারি করেন, যেখানে নির্দেশ ছিল যে কাগুজে টাকার বদলে কঠিন মুদ্রা (স্বর্ণ ও রূপা) দিয়ে সরকারি জমি ক্রয় করতে হবে। এর ফলে ব্যাংকনোটকে ধাতব মুদ্রায় রূপান্তর করার হুড়োহুড়ি শুরু হয়, যা আর্থিক টানাপোড়েন এবং ব্যাংক ধস ডেকে আনে।

আন্তর্জাতিক কারণসমূহ: যুক্তরাষ্ট্রের সংকট আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য অংশীদার ব্রিটেনের অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেওয়ায় আমেরিকান পণ্য ও রপ্তানির চাহিদা কমে যায়। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা বাড়ে।

আতঙ্ক ও ব্যাংক রান: ১৮৩৭ সালের মে মাসে, ব্যাংকগুলোর ধস এবং ঋণ সংকোচনসহ ধারাবাহিক আর্থিক ধাক্কার ফলে বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই আতঙ্ক ব্যাংক রানের একটি ঢেউ সৃষ্টি করে এবং ঋণে গুরুতর সংকোচন ঘটায়।

মুদ্রা সরবরাহের সংকোচন: ব্যাংকগুলো ব্যর্থ হওয়ায় এবং ঋণপ্রদানের শর্ত কঠোর হয়ে পড়ায়, অর্থনীতিতে সামগ্রিক মুদ্রা সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত হয়েছিল। মুদ্রা সরবরাহের এই সংকোচন অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে তীব্রতর করেছিল এবং মন্দাকে আরও গভীর করেছিল। এসব কারণের সম্মিলিত প্রভাবে একটি তীব্র অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দেয়, যার বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যাংক ব্যর্থতা, বেকারত্ব, ভোক্তা ব্যয়ের হ্রাস এবং সার্বিক অর্থনৈতিক মন্দাভাব।

আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, যদি না আমরা ভুলে যাই প্রভু যেভাবে আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আমাদের অতীত ইতিহাসে তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন। Life Sketches, 196.